তরজমা ও তাফসীর

কানযুল ঈমান
ও
খাযাইনুল ইরফান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত

শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী

(রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

*

সদরুল আফাযিল আল্লামা

সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী

(রহমাতুল্লাহি আলায়হি)

অনুবাদ

আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

[তৃতীয় খণ্ড]

كَنْزُالْاِيْمَان وَ خَزَائِنُ الْعِرْفَان

তরজমা-ই-ক্বোরআন

কান্যুল ঈমান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফ্সীর (হাশিয়া)

খাযাইনুল ইরফান

কৃত

সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়
গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স
চট্টগ্রাম

কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

নিরীক্ষণ	❍	ওস্‌তাযুল ওলামা,শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর **অধ্যক্ষ আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন** (মাদ্দাযিল্লাহু আলী)
সহযোগিতায়	❍	**পাণ্ডুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিডিং** মাওলানা এ, এ, জামেউল আখ্‌তার আশ্‌রফী আলহাজ্ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকুব মুহাম্মদ ফিরোজ আলম মুহাম্মদ দিদারুল আলম ক্বাযী মুহাম্মদ আবুল ফোরক্বান হাশেমী আবূ সাঈদ মুহাম্মদ য়ূসুফ জীলানী
	❍	**আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ** হাফেয ক্বাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী
প্রকাশকাল (প্রথম প্রকাশ)	❍	১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন
প্রচ্ছদ	❍	আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার কম্পোজ	❍	মুহাম্মদ নুরুল আজিম মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
কেতাবত	❍	মুহাম্মদ আমানুল্লাহ্
মুদ্রণ	❍	নিও কনসেপ্ট লিমিটেড ৭, সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা মুমিন রোড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগের ঠিকানা	❍	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স হক মার্কেট, বহদ্দার হাট, ডাকঘর-চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
হাদিয়া	❍	টাকা ২০০ মাত্র UAE Dhs 45 Only US$ 15 Only

KANZUL IMAN O KHAZAINUL IRFAN

By A'l.a Hazarat, Imam-e-Ahle Sunnat Moulana Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi (Rahmatullahi Allaihi) and Sadrul Afazil Moulana Sayyed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi (Rahmatullahi Allaihi)

Translated into Bengali by Al-haj Moulana Muhammad Abdul Mannan

Published by Gulshan-e-Habib Islamic Complex, Chittagong, Bangladesh

Office : **GULSHAN-E-HABIB ISLAMIC COMPLEX**
Haque Market, Bahaddar Hat. P. O. Chandgaon, Chittagong, Bangladesh

Price : BTk. 200 Only, UAE Dhs 45 Only, US$ 15 Only

একবিংশতিতম পারা

টীকা-১০৯. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ। সেটার তেলাওয়াত ইবাদতও এবং তাতে মানুষের জন্য উপদেশও রয়েছে, বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষাও রয়েছে।

টীকা-১১০. অর্থাৎ শরীয়তের নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায নিয়মিতভাবে পড়ে এবং সেটাকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করে, তার ফল হয়- কোন না কোন দিন সে ঐসব মন্দ কাজ বর্জন করে, যে গুলোতে সে লিপ্ত ছিলো। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এক আন্সারী যুবক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তো আর বহু মহাপাপ (কবীরা গুনাহ্) কাজে লিপ্ত হতো। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো। তিনি এরশাদ ফরমালেন, "তার নামায কোন দিন তাকে সেসব অপকর্ম থেকে রুখে দেবে।" সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সে তাওবা করলো এবং তার অবস্থা ভালো হয়ে গেলো।

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যার নামায তাকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত রাখে না, তা নামাযই নয়।"

টীকা-১১১. যেহেতু, তা হচ্ছে- উৎকৃষ্টতম ইবাদত। তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি কি তোমাদেরকে ঐ আমল সম্পর্কে বলবো না যা তোমাদের কর্মসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং প্রতিপালকের নিকট পবিত্রতর, অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য প্রদান করা অপেক্ষাও শ্রেয় এবং জিহাদের মধ্যে যুদ্ধ করা ও নিহত হওয়ার চেয়েও উত্তম? সাহাবা কেরাম আরয করলেন, "নিশ্চয়, হে আল্লাহর রসূল!" এরশাদ ফরমালেন, "তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র।" তিরমিযী শরীফের অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ (রাঃ) হুযূর (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্বিয়ামত-দিবসে কোন্ বান্দাদের মর্যাদা উৎকৃষ্টতর?" এরশাদ করলেন, "অধিক পরিমাণে যিক্‌র-কারীদের।" সাহাবীগণ আরয করলেন, "এবং আল্লাহর পথে জিহাদকারী?" এরশাদ ফরমালেন, "যদি সে আপন তরবারি দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে এতটুকু হত্যা করে যে, তার তরবারি ভেঙ্গে যায় এবং তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়, তবুও যিক্‌রকারীদের মর্যাদা তদপেক্ষা উচ্চ"।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এ আয়াতের এক তাফসীর (ব্যাখ্যা) এটা করেছেন যে, "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করা বহু বড়।"

রুকূ' - পাঁচ

৪৫. হে মাহবূব! পাঠ করুন যে কিতাব আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে (১০৯) এবং নামায কায়েম করুন! নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজ থেকে বিরত রাখে (১১০) এবং নিশ্চয় আল্লাহর স্মরণ সর্বাপেক্ষা বড় (১১১) এবং আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা করো।

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ
وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ
وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴿۴۵﴾

৪৬. এবং হে মুসলমানগণ! কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করো না, কিন্তু উত্তম পন্থায় (১১২); কিন্তু তাদের যারা মধ্যে অত্যাচার করেছে (১১৩)। আর বলো (১১৪), 'আমরা ঈমান এনেছি সেটারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আর আমাদের-তোমাদের একই উপাস্য এবং আমরা তাঁরই সামনে আত্মসমর্পণ করি (১১৫)।'

وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِیْ هِیَ
اَحْسَنُ ۖۗ اِلَّا الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْۤا
اٰمَنَّا بِالَّذِیْۤ اُنْزِلَ اِلَیْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ
وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ
مُسْلِمُوْنَ ﴿۴۶﴾

অপর এক অভিমত এর তাফসীরে এও রয়েছে যে, " অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যাদি থেকে বিরত রাখা এবং নিষেধ করার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র মহান।"

টীকা-১১২. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর আয়াতসমূহ দ্বারা আহ্বান করে এবং প্রমাণাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে;

টীকা-১১৩. অত্যাচারের মধ্যে সীমাতিক্রম করেছে, গোঁড়ামী অবলম্বন করেছে, উপদেশ অমান্য করেছে, নম্রতা থেকে উপকার গ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করো। অপর এক অভিমত হচ্ছে, 'অর্থ এ যে, যে সব লোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে অথবা যারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য পুত্র ও শরীক স্থির করেছে, তাদের প্রতিকঠোরতা প্রদর্শন করো। অথবা অর্থ এ যে, জিয্য়া (কর) পরিশোধকারী যিম্মীদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো; কিন্তু যারা যুলুম করেছে এবং যিম্মীর দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেছে ও জিয্য়া পরিশোধ করা থেকে বিরত রয়েছে তাদের সাথে বিতর্ক তরবারির দ্বারা করো।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে কাফিরদের সাথে ধর্মীয় বিষয়াদিতে বিতর্ক করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে, 'ইলমে কালাম' (علم كلام) শিক্ষা করার বৈধতাও।

টীকা-১১৪. কিতাবী সম্প্রদায়কে, যখন তারা তোমাদের নিকট তাদের কিতাবের কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করে,

টীকা-১১৫. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যখন কিতাবীগণ তোমাদের নিকট কোন বিষয়বস্তু বর্ণনা করে তখন তোমরা তাদের না সমর্থন করো, না অস্বীকার

করো; বরং এটাই বলে দাও যে, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর এবং তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান এনেছি। সুতরাং যদি তারা ঐ বিষয়বস্তু ভুল বর্ণনা করে তবে তোমরা সেটাকে সমর্থন করার গুনাহ্ থেকে বেঁচে যাবে, আর যদি বিষয়বস্তুটা শুদ্ধও ছিলো, তবে তা অস্বীকার করা থেকে বেঁচে যাবে।

টীকা-১১৬. 'ক্বোরআন পাক'; যেমন তাদের প্রতি তাওরীত ইত্যাদি অবতীর্ণ করেছিলাম,

টীকা-১১৭. অর্থাৎ যাদেরকে তাওরীত প্রদান করেছি; যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবেন সালাম এবং তাঁর সাথীগণ,

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ সূরাটি মক্কী আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম ও তাঁর সাথীগণ মদীনায় ঈমান এনেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এর পূর্বে তাদের সম্পর্কে সংবাদ দেন। এটা অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত (জুমাল)।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে,

টীকা-১১৯. যারা কুফরের মধ্যে অতীব কঠোর।

'জুহদ' (جحود) ঐ অস্বীকারকে বলা হয়, যা পরিচয় লাভের পর করা হয়; অর্থাৎ জেনেশুনে অস্বীকার করা। বস্তুতঃ ঘটনাও এই ছিলো যে, ইহুদীগণ খুব জানতো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার সত্য নবী এবং ক্বোরআনও সত্য। এসব কিছু জেনেশুনেই তারা গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করেছে।

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ فَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَمِنْ هٰۤؤُلَاۤءِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং হে মাহবূব! অনুরূপভাবে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি (১১৬), সুতরাং ঐসব লোক, যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি(১১৭), তারা সেটার প্রতি ঈমান আনে। এবং এদের থেকেও কিছুলোক এমন রয়েছে (১১৮), যারা সেটার উপর ঈমান আনে; এবং আমার নিদর্শনসমূহকে কেউ অস্বীকার করেনা, কিন্তু কাফিরগণ (১১৯)।

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং এ-(১২০)-র পূর্বে আপনি কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং না আপন হাতে কিছু লিখতেন। এমন যদি হতো (১২১) তাহলে বাতিল সম্প্রদায় অবশ্যই সন্দেহ করতো (১২২)।

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِيْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَاۤ اِلَّا الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٩﴾

৪৯. বরং ওটা সুস্পষ্ট নিদর্শন তাদেরই অন্তরসমূহের মধ্যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে (১২৩); এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে না, কিন্তু অত্যাচারীগণ (১২৪)।

وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٥٠﴾

৫০. এবং বললো (১২৫),'কেন অবতীর্ণ হয়না কিছু নিদর্শন তাঁর উপর তাঁরপ্রতিপালকের নিকট থেকে (১২৬)?' আপনি বলুন, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে (১২৭)। আর আমি তো এ স্পষ্ট সতর্ককারী হই (১২৮)।'

টীকা-১২০. ক্বোরআন নাযিল হওয়া

টীকা-১২১. অর্থাৎ আপনি যদি লিখতেন ও পড়তেন- এমন হতো,

টীকা-১২২. অর্থাৎ কিতাবীগণ বলে, "আমাদের কিতাবসমূহে শেষ নবীর গুণাবলী এই বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'মানুষ' হবেন, না লিখবেন, না পড়বেন। কিন্তু তাদের এ সন্দেহ করার অবকাশই হলো না।

টীকা-১২৩. هو সর্বনাম দ্বারা যদি 'ক্বোরআন' বুঝানো হয়, তবে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, ক্বোরআন করীম হচ্ছে 'সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ', যেগুলো আলিম ও হাফিয্‌গণের বক্ষসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে। 'সুস্পষ্ট নিদর্শন' হবার অর্থ এ যে, সেগুলোর অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্টই। আর উভয় বৈশিষ্ট্যই ক্বোরআন করীমের সাথে খাস। আর অন্য কোন কিতাব এমন নয়, যা মু'জিযা হয় এবং না এমনও যে, প্রত্যেক যুগে বক্ষসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা هو 'সর্বনাম'-এর প্রত্যাবর্তনস্থল (বিশেষ্য) হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে স্থির করে আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'অধিকারী' (صاحب) হন সেসব নিদর্শনের, যেগুলো কিতাবীদের মধ্যে ঐসব লোকের অন্তরসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদের কিতাবসমূহে তাঁর (দঃ) গুণাবলী ও প্রশংসা পেয়ে থাকে (খাযিন)।

টীকা-১২৪. অর্থাৎ গোঁড়া ইহুদীগণ, যারা মু'জিযাসমূহ প্রকাশ হওয়ার পরও জেনে-চিনে গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকারকারী হয়।

টীকা-১২৫. মক্কার কাফিরগণ।

টীকা-১২৬. যেমন হযরত সালিহ্-এর উষ্ট্রী, হযরত মূসার লাঠি এবং হযরত ঈসার দস্তরখানা (আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম।)

টীকা-১২৭. প্রজ্ঞানুসারে যা ইচ্ছা করেন অবতারণ করেন।

টীকা-১২৮. অবাধ্যতা প্রদর্শনকারীদেরকে শাস্তির; এবং আমি তজ্জন্যই আদিষ্ট হয়েছি। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মক্কার কাফিরদের ঐ উক্তির জবাব দিচ্ছেন—

টীকা-১২৯. অর্থ এ যে, ক্বোরআন করীম হচ্ছে 'মু'জিযা'। এটা পূর্ববর্তী নবীগণের মু'জিযা অপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ এবং সমস্ত নিদর্শন থেকে সত্য সন্ধানীকে প্রয়োজনমুক্ত করে। কেননা, যতদিন যমানা থাকবে ততদিন পর্যন্ত ক্বোরআন করীমও স্থায়ী হবে; তা অন্যান্য মু'জিযাদির মতো নিঃশেষ হয়ে যাবে না।

৫১. এবং তাদের জন্য এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের উপর পাঠ করা হচ্ছে (১২৯)? নিশ্চয় তাতে দয়া ও উপদেশ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

রুকূ' - ছয়

৫২. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে (১৩০), তিনি জানেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে রয়েছে এবং ঐসব লোক, যারা অসত্যের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখেছে এবং আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।'

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٥٢﴾

৫৩. এবং তারা আপনার নিকট শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে (১৩১); আর যদি একটা নির্ধারিত সময়সীমা না থাকতো (১৩২), তবে অবশ্যই তাদের উপর শাস্তি এসে যেতো (১৩৩) এবং নিশ্চয় তাদের উপর হঠাৎ করে এসে যাবে যখন তারা অনবহিত থাকবে।

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۚ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

৫৪. আপনার নিকট শাস্তি তাড়াতাড়ি চাচ্ছে এবং নিশ্চয় জাহান্নাম পরিবেষ্টন করে আছে কাফিরদেরকে (১৩৪);

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكٰفِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৫. যেদিন তাদেরকে পরিবেষ্টিত করবে শাস্তি- তাদের উপর ও তাদের পায়ের নীচ থেকে এবং তিনি বলবেন, 'গ্রহণ করো আপন কর্মের স্বাদ (১৩৫)।'

يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

৫৬. হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছো! নিশ্চয় আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং আমারই ইবাদত করো (১৩৬)।

يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (১৩৭); অতঃপর আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (১৩৮)।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে স্থান দেবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে, তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতোই উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের (১৩৯)!

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ الْعٰمِلِينَ ﴿٥٨﴾

টীকা-১৩০. আমার রিসালাতের সত্যতা এবং তোমাদের অস্বীকারের উপর মু'জিযাসমূহ দ্বারা আমাকে সমর্থন করে,

টীকা-১৩১. এ আয়াত নাযার ইবনে হারিসের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "আমাদের উপর আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করান।"

টীকা-১৩২. যা আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করেছেন। বস্তুতঃ ঐ মেয়াদকাল পর্যন্ত শাস্তিকে পিছিয়ে দেয়া হিকমতেরই চাহিদা।

টীকা-১৩৩. এবং বিলম্ব হতো না।

টীকা-১৩৪. এর মধ্যে তাদের কেউ রক্ষা পাবে না;

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ নিজ কর্মফল।

টীকা-১৩৬. যে ভূ-খণ্ডে সহজে ইবাদত করতে পারো। অর্থ এ যে, যখন মু'মিনের পক্ষে কোন ভূ-খণ্ডে আপন দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং ইবাদত পালন করা কষ্টসাধ্য হয় তখন তার উচিৎ ঐ ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করা যেখানে সে সহজে ইবাদত করতে পারে এবং দ্বীনের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মক্কার দুর্বল মুসলমানদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁদের জন্য সেখানে অবস্থান করে ইসলাম প্রকাশ করা ভয়ের কারণ ও কষ্টকর ছিলো; এবং তাঁরা অতীব সংকীর্ণ পরিবেশে ছিলেন। তাঁদেরকে নির্দেশ দেয়া হলো, "আমার ইবাদত তো অবশ্যই করতে হবে, এখানে অবস্থান করে যখন তা করতে পারছো না, তখন মদীনা শরীফের দিকে হিজরত করে চলো যাও। সেটা প্রশস্ত, সেখানে নিরাপত্তা আছে।"

টীকা-১৩৭. এবং এ ধ্বংসশীল জগত ছাড়তেই হবে;

টীকা-১৩৮. সাওয়াব ও শাস্তি এবং কর্মফলের জন্য। সুতরাং এটাই অপরিহার্য যে, আমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আপন দ্বীনের হিফাযতের জন্য হিজরত করবে।

টীকা-১৩৯. যারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত পালন করে।

টীকা-১৪০. বিভিন্ন কষ্টের উপর এবং যে কোন প্রকার কষ্টেও আপন দ্বীন বর্জন করেনি। মুশরিকদের নির্যাতন সহ্য করেছে। হিজরত অবলম্বন করে, দ্বীনের খাতিরে আপন মাতৃভূমি ত্যাগ করার কষ্ট সহ্য করেছে।

টীকা-১৪১. সমস্ত বিষয়ে।

টীকা-১৪২. শানে নুযূলঃ মক্কা মুকাররামায় মুশরিকগণ মু'মিনদেরকে রাতদিন বিভিন্ন ধরণের কষ্ট দিয়ে থাকতো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে মদীনা তৈয়্যবার প্রতি হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তখন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বললেন, "আমরা মদীনা শরীফে কিভাবে চলে যাবো? সেখানে না আছে আমাদের ঘরবাড়ী, না ধন-সম্পদ। কে আমাদেরকে আহার দেবে, কে দেবে পানীয়?" এর জবাবে এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আর এরশাদ করা হয়েছে যে, অনেক জীবজন্তু এমনই রয়েছে, যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখেনা। সেটা অর্জনের শক্তিও তাদের নেই এবং না সেগুলো পরবর্তী দিনের জন্য কোন খাদ্যভাণ্ডার সংগ্রহ করে। যেমন– চতুষ্পদ প্রাণী ও পক্ষীকুল।

টীকা-১৪৩. সুতরাং যেখানে থাকবে তিনিই সেখানে রিয্‌ক্ব দেবেন। কাজেই, এটা কেমন প্রশ্ন যে, 'আমাদেরকে কে খাওয়াবে, কে পান করাবে?' সমস্ত সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্‌ই রিয্‌ক্বদাতা। দুর্বল, সবল, মুক্বীম ও মুসাফির– সবাইকে তিনিই জীবিকা দেন।

টীকা-১৪৪. তোমাদের উক্তিসমূহ এবং তোমাদের অন্তরের কথা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভর করো যেমনিভাবে করা উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এমন জীবিকা দেবেন যেমন পক্ষীকুলকে দেন। সেগুলো সকালে ক্ষুধার্ত, খালি পেটে বের হয়, সন্ধ্যায় তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে।" (তিরমিযী)

টীকা-১৪৫. অর্থাৎ মক্কার কাফিরদেরকে।

টীকা-১৪৬. এবং এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়!

টীকা-১৪৭. তাঁকেই স্বীকার করে।

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯. ঐসব লোক, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে (১৪০) এবং আপন প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে (১৪১)।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۖ اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦٠﴾

৬০. এবং যমীনের উপর কতোই বিচরণকারী রয়েছে, যেগুলো আপন জীবিকা সাথে রাখে না (১৪২); আল্লাহ্ রিয্‌ক্ব দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে (১৪৩) এবং তিনিই শুনেন, জানেন (১৪৪)।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

৬১. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন (১৪৫), 'কে সৃষ্টি করেছেন আস্‌মান ও যমীন এবং কাজে লাগিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্রকে?' তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' তাহলে, তারা কোথায় যাচ্ছে মুখ নীচু করে (১৪৬)?

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾

৬২. আল্লাহ্ প্রশস্ত করেন রিয্‌ক্ব আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য চান এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু জানেন।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, 'কে অবতীর্ণ করেছেন আসমান থেকে পানি; অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্' (১৪৭)। আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য;' বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ বিবেকহীন (১৪৮)।

রুকূ' – সাত

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۚ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

৬৪. এবং এ পার্থিব জীবন তো কিছুই নয়, কিন্তু খেলাধূলা মাত্র (১৪৯)। এবং নিশ্চয় আখিরাতের ঘর, অবশ্য সেটাই সত্য জীবন (১৫০)। কতোই উত্তম ছিলো যদি তারা জানতো (১৫১)!

টীকা-১৪৮. কারণ, এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা তাওহীদকে অস্বীকার করে।

টীকা-১৪৯. অর্থাৎ ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন কিছুক্ষণ খেলাধূলা করে, খেলাধূলায় মনোযোগ দেয়, অতঃপর এ সবই ছেড়ে চলে যায়, এমনই অবস্থা দুনিয়ারও। তা অতি তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং মৃত্যুও এর থেকে তেমনিভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয় যেমন খেলাধূলাকারী ছেলেরা খেলাধূলার পর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

টীকা-১৫০. যেহেতু, সেই জীবনই স্থায়ী ও অন্তহীন। তাতে মৃত্যু নেই। 'জীবন' বলার যোগ্যতা সেটারই রয়েছে।

টীকা-১৫১. দুনিয়া ও আখিরাতের হাক্বীক্বত বা রহস্য; তাহলে, তারা এ ধ্বংসশীল জীবনকে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দিতো না।

টীকা-১৫২. এবং নিমজ্জিত হবার আশংকা হয়। তখন তাদের শির্ক ও গোঁড়ামী সত্ত্বেও প্রতিমাগুলোকে ডাকে না। বরং

টীকা-১৫৩. যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার তিনিই করবেন;

টীকা-১৫৪. এবং ডুবে যাবার আশংকা ও দুশ্চিন্তা দূরীভূত হতে থাকে, প্রশান্তি লাভ হয়,

টীকা-১৫৫. অন্ধকার যুগের লোকেরা সামুদ্রিক সফর করার সময় প্রতিমাগুলো সাথে নিয়ে যেতো। যখন বায়ু প্রতিকূলে প্রবাহিত হতো ও নৌযান বিপদে পড়তো, তখন বোতগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতো, আর يَارَبِّ يَارَبِّ (হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক) বলে ডাকতে থাকতো। কিন্তু নিরাপত্তা লাভ করার পর আবারো ঐ শির্কের প্রতি ফিরে যেতো।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ এ বিপদ থেকে মুক্তিলাভের প্রতি;

৬৫. অতঃপর যখন নৌযানে আরোহণ করে (১৫২), তখন আল্লাহকে আহ্বান করে একমাত্র তাঁরই প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে (১৫৩); অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলের দিকে উদ্ধার করে আনেন (১৫৪) তখনই শির্ক করতে আরম্ভ করে (১৫৫);

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

৬৬. ফলে, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমার প্রদত্ত নি'মাতের প্রতি (১৫৬) এবং ভোগ করে (১৫৭); সুতরাং তারা অবিলম্বে জানতে পারবে (১৫৮)।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং তারা কি (১৫৯) এটা দেখেনি যে, আমি (১৬০) সম্মানিত ভূ-খণ্ডকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি (১৬১) এবং তাদের চতুর্পাশে অবস্থানকারী লোকদেরকে অপহরণ করে নেয়া হয় (১৬২)? তবে কি তারা অসত্যেই বিশ্বাস করছে (১৬৩) এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'মাতের (১৬৪) প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে?

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾

৬৮. ঐ ব্যক্তির চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে (১৬৫), অথবা সত্যকে অস্বীকার করে (১৬৬) যখন তা তার নিকট আসে? কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয় (১৬৭)?

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

৬৯. এবং যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো (১৬৮); এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন (১৬৯)। ★

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ ع

টীকা-১৫৭. এবং তা থেকে উপকার লাভ করে। কিন্তু নিষ্ঠাবান মু'মিনরা; তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের প্রতি নিষ্ঠা সহকারে কৃতজ্ঞ থাকে। আর যখন এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা থেকে উদ্ধার করেন তখন তাঁর ইবাদতের মধ্যে আরো বেশী তৎপর হয়। কিন্তু কাফিরদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

টীকা-১৫৮. প্রতিফল নিজ কর্মের।

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ।

টীকা-১৬০. তাদের শহর মক্কা মুকাররামার

টীকা-১৬১. তাদের জন্যই, যারা তাতে রয়েছে

টীকা-১৬২. হত্যা করা হয়; গ্রেফতার করা হয়?

টীকা-১৬৩. অর্থাৎ বোতগুলোতে?

টীকা-১৬৪. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ইসলামের সাথে কুফর করে।

টীকা-১৬৫. তাঁর জন্য শরীক স্থির করে,

টীকা-১৬৬. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত ও ক্বোরআনকে অমান্য করে

টীকা-১৬৭. নিঃসন্দেহে সমস্ত কাফিরের ঠিকানা জাহান্নামেই।

টীকা-১৬৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, অর্থ এ যে, 'যারা আমার পথে চেষ্টা করবে আমি তাকে সাওয়াবের পথ প্রদান করবো।' হযরত জুনায়দ বলেন, "যারা তাওবার মধ্যে প্রচেষ্টা চালাবে তাদেরকে নিষ্ঠার পথ প্রদান করবো।" হযরত ফুদায়ল ইবনে আয়ায বলেন, "যারা শিক্ষার্জনের চেষ্টা করবে তাদেরকে আমি 'আমল' করার রাস্তা প্রদান করবো।" হযরত সা'আদ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, "যারা সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করবে আমি তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবো।"

টীকা-১৬৯. তাঁদের সাহায্য ও সহায়তা করেন। ★

****

★ 'সূরা আন্‌কাবূত' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা রোম' মক্কী। এ'তে ছয়টি রুকূ', ষাটটি আয়াত, আটশ উনিশটি পদ এবং তিন হাজার পাঁচশ চৌত্রিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ পারস্য ও রোমের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিলো। যেহেতু পারস্যবাসীরা অগ্নিপূজারী ছিলো, সেহেতু আরবের মুশরিকরা তাদের বিজয় চাইতো। পক্ষান্তরে, 'রোমবাসীরা' আসমানী কিতাবের অধিকারী ছিলো, তাই মুসলমানদের নিকট তাদের বিজয় ভাল লাগতো।

পারস্যের বাদশাহ্ খস্রু পারভেজ রোমবাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো। রোম সম্রাট কায়সারও সৈন্য প্রেরণ করলো। এ দু'টি সৈন্যদল সিরিয়া ভূমির সন্নিকটে মুখোমুখি হলো। পারস্যবাসীরা জয়যুক্ত হলো। মুসলমানদের নিকট এ সংবাদটা বেদনাদায়ক হলো। মক্কার কাফিরগণ এতে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরাও আসমানী কিতাবের অধিকারী আর খৃষ্টানরাও কিতাবের অধিকারী। আর আমরাও অশিক্ষিত, পারস্যবাসীরাও অশিক্ষিত (উম্মী)। আমাদের ভাই পারস্যবাসীগণ তোমাদের ভাই রোমবাসীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ হলে আমরাও তোমাদের উপর বিজয়ী হবো।" এর জবাবে এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে এ খবর প্রচার করা হলো যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে।

এ আয়াতগুলো শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু মক্কার কাফিরদের মধ্যে গিয়ে ঘোষণা করে দিলেন যে, "আল্লাহ্রই শপথ! রোমবাসীরা অবশ্যই পারস্যবাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। হে মক্কাবাসীরা! তোমরা এ সময়কার যুদ্ধের ফলাফলের উপর খুশী হয়ো না। আমাদেরকে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ খবর দিয়েছেন।"

উবাই ইবনে খালাফ কাফির তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। অতঃপর তাঁর ও তার মধ্যে একশ উটের এ শর্ত হয়ে গেলো– 'যদি নয় বৎসরের মধ্যে পারস্যবাসীরা বিজয়ী হয়ে যায়, তবে হযরত সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু উবাইকে একশ উট দেবে, আর যদি রোমবাসীরা বিজয়ী হয়ে যায় তবে উবাই হযরত সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে একশ উট দেবে।' তখনও পর্যন্ত বাজি লাগানো হারাম ঘোষিত হয়নি।

মাস্আলাঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিমা-এর মতে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অমুসলিম দেশের কাফিরদের সাথে অবৈধ লেনদেন', যেমন– সুদ ইত্যাদি, বৈধ। এ ঘটনাই তাঁদের দলীল। ★

সূরা রোম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা রোম মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬০ রুকূ'-৬

রুকূ' – এক

১. আলিফ লা-ম মী-ম (২)।

২. রোমবাসীরা পরাজিত হয়েছে;

৩. নিকটবর্তী ভূ-খণ্ডে (৩) এবং নিজেদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে (৪)

৪. কয়েক বছরের মধ্যে (৫); নির্দেশ আল্লাহ্রই পূর্বে ও পরে (৬); এবং সেদিন ঈমানদারগণ খুশী হবে,

الٓمّٓ ۝١
غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝٢
فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝٣
فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ؕ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ؕ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝٤

শেষ পর্যন্ত, সাত বছর পর ঐ পূর্বাভাসের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছিলো। হুদায়বিয়া অথবা বদরের যুদ্ধের দিন রোমবাসীরা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছিলো। আর রোমবাসীরা মাদায়েনে (পারস্য) তাদের ঘোড়া বেঁধেছিলো। আর ইরাকে 'রুমিয়াহ্' নামের একটা শহরও প্রতিষ্ঠা করেছিলো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু উবাইর সন্তানদের নিকট থেকে বাজির উটগুলো উসূল করে নিয়েছিলেন। কেননা, ইত্যবসরে সে (উবাই) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত সিদ্দীক্বে আকবর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন বাজির উটগুলো সাদক্বাহ্ করে দেন।

বস্তুতঃ এ অদৃশ্যের সংবাদ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের সত্যতা ও ক্বোরআন করীম আল্লাহ্র বাণী হবার পক্ষে এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৩. অর্থাৎ সিরিয়ার এ ভূ-খণ্ডে, যা পারস্যের (ইরান) অধিকতর নিকটে অবস্থিত

টীকা-৪. পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে,

টীকা-৫. যেগুলোর সময়সীমা নয় বৎসর;

টীকা-৬. অর্থাৎ রোমবাসীদের বিজয়ের পূর্বেও এবং তারপরও। অর্থাৎ প্রথমে পারস্যবাসীদের বিজয় লাভ হওয়া এবং দ্বিতীয়বারে রোমবাসীদের (বিজয়)– এ সবই আল্লাহ্র নির্দেশ ও ইচ্ছায় এবং তাঁরই ফয়সালা ও সিদ্ধান্তের কারণে হয়েছে।

★ অবশ্য এ মাস্আলায় ওলামা কেরামের মতবিরোধ রয়েছে।

টীকা-৭. যে, তিনি কিতাবী সম্প্রদায়কে কিতাব-বিহীন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। একই দিনে বদরের প্রান্তরে মুসলমানদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় দিয়েছেন। আর মুসলমানদের সত্যতা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ক্বোরআন করীমের পূর্বাভাষের সত্যতাও প্রকাশ করে দেন।

৫. আল্লাহ্‌র সাহায্যে (৭)। তিনি সাহায্য করেন যাকে চান এবং তিনিই হন সম্মানের মালিক, দয়ালু;

بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٥

৬. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি (৮)। আল্লাহ্ আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না; কিন্তু বহুলোক জানেনা (৯)।

وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٦

৭. (তারা) জানে চোখের সামনের পার্থিব জীবনকে (১০); এবং তারা আখিরাত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٧

৮. তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখেনি যে, আল্লাহ্ আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে, সৃষ্টি করেননি কিন্তু সত্য (১১) ও একটা নির্দ্ধারিত মেয়াদকাল সহকারে (১২)? এবং নিশ্চয় অনেক লোক আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে (১৩)।

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝٨

৯. এবং তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? তাহলে দেখতো যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে (১৪)। তারা এদের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিলো এবং জমি চাষ করেছে ও আবাদ করেছে তাদের (১৫) আবাদী অপেক্ষা অধিক এবং তাদের রসূল তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন (১৬)। সুতরাং তাদের প্রতি যুলুম করা (১৭) আল্লাহ্‌র কাজ ছিলোনা; হাঁ, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করছিলো (১৮)।

اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝٩

১০. অতঃপর যারা সীমা ছাড়িয়ে মন্দ কর্ম করেছে তাদের পরিণাম এ হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং সেগুলোর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠

রুকূ' – দুই

১১. আল্লাহ্ প্রথমেই সৃষ্টি করেন, অতঃপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন (১৯), তারপর (তোমরা) তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (২০)।

اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝١١

১২. এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীদের আশা ভেঙ্গে পড়বে (২১)।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ ۝١٢

টীকা-৮. যা তিনি বলেছিলেন যে, রোমবাসীরা কয়েক বছরের মধ্যে আবার বিজয় লাভ করবে।

টীকা-৯. অর্থাৎ জ্ঞানহীন।

টীকা-১০. ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও নির্মাণ কাজ ইত্যাদি পার্থিব পেশা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পৃথিবীরও রহস্য সম্পর্কে জানেনা। সেটারও বাহ্যিক দিকটাই শুধু জানে।

টীকা-১১. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে আছে। আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোকে বাতিল ও অনর্থক সৃষ্টি করেন নি। সেগুলোর সৃষ্টিতে অগণিত রহস্য রয়েছে।

টীকা-১২. অর্থাৎ সব সময়ের জন্য তৈরী করেন নি; বরং একটা সময়সীমা নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। যখন ঐ সময়সীমা পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এটা বিলীন হয়ে যাবে। আর ঐ সময়সীমা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় পর্যন্ত।

টীকা-১৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার বিষয়ের উপর ঈমান আনে না।

টীকা-১৪. যে, রসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়ী এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষকারীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য।

টীকা-১৫. মক্কাবাসীগণ

টীকা-১৬. সুতরাং তারা তাঁদের উপর ঈমান আনেনি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে ফেললেন।

টীকা-১৭. তাদের প্রাপ্য কম দিয়ে এবং তাদেরকে বিনা দোষে ধ্বংস করে;

টীকা-১৮. রসূলগণকে অস্বীকার করে নিজেরা নিজেদেরকে শাস্তির উপযোগী করে।

টীকা-১৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করে।

টীকা-২০. তখন কর্মফল প্রদান করবেন।

টীকা-২১. এবং কোন উপকার ও মঙ্গলের আশা থাকবেনা। কোন কোন তাফসীরকারক এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, তাদের বাকশক্তি একেবারে লোপ পাবে, তারা নিশ্চুপ থাকবে। কেননা, তাদের নিকট পেশ করার মতো কোন প্রমাণ থাকবে না। কোন কোন তাফসীরকারক এর এ অর্থ বর্ণনা করেন যে, তারা

অপমানিত হবে।

টীকা-২২. অর্থাৎ প্রতিমাগুলো, যেগুলোর তারা পূজা করতো।

টীকা-২৩. মু'মিন ও কাফির; এরপর আর কখনো একত্রিত হবে না।

টীকা-২৪. অর্থাৎ জান্নাতের বাগানে তাদের সমাদর করা হবে, যাতে তারা খুশী হবে। এ আতিথেয়তা জান্নাতের নি'মাতসমূহ দ্বারা করা হবে।

একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা দ্বারা 'সামা' (سماع) বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ তাদেরকে মনমুগ্ধকর সঙ্গীত শুনানো হবে; যা আল্লাহ্ তা'আলার তাস্‌বীহ সম্বলিত হবে।

টীকা-২৫. পুনরুত্থান ও হিসাব নিকাশের জন্য একত্রিত হওয়ার (حشر) অস্বীকারকারী হয়েছে।

টীকা-২৬. না ঐ শাস্তি হ্রাস করা হবে, না তা থেকে কখনো বের হবে।

১৩. এবং তাদের শরীকগুলো (২২) তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা নিজেদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে।

وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٣﴾

১৪. এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন পৃথক হয়ে যাবে (২৩)।

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾

১৫. সুতরাং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে বাগানের পুষ্পবীথিতে তাদের আতিথ্য করা হবে (২৪)।

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾

১৬. এবং যেসব লোক কাফির হয়েছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে (২৫) তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ করে রাখা হবে (২৬)।

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

১৭. সুতরাং আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করো (২৭) যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় (২৮) এবং যখন সকাল হয় (২৯)।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾

১৮. এবং প্রশংসা তাঁরই আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে (৩০) এবং দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে (৩১) আর যখন তোমাদের দুপুর হয় (৩২)।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾

১৯. তিনি জীবন্তকে নির্গত করেন মৃত থেকে (৩৩) এবং মৃতকে বের করেন জীবন্ত থেকে (৩৪) এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (৩৫)। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে (৩৬)।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

টীকা-২৭. 'পবিত্রতা ঘোষণা' দ্বারা হয়ত আল্লাহ্ তা'আলার তাস্‌বীহ্ ও প্রশংসাবাক্য ঘোষণা করা বুঝানো হয়েছে; আর হাদীস শরীফসমূহেও এর বহু ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। অথবা তা দ্বারা 'নামায' বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, "পঞ্জেগানা নামাযের বিবরণও কি কোরআন মজিদে রয়েছে?" তিনি বললেন, "হাঁ।" আর এ আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, "এ গুলোতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও সেগুলোর সময় উল্লেখিত হয়েছে।"

টীকা-২৮. এ'তে মাগরিব ও এশার নামাযসমূহের বিবরণ এসে গেছে।

টীকা-২৯. এটা হলো ফজরের নামায।

টীকা-৩০. অর্থাৎ আসমান ও যমীনবাসীদের উপর তাঁর প্রশংসা করা অপরিহার্য।

টীকা-৩১. অর্থাৎ 'তাস্‌বীহ' পাঠ করো দিনের কিছু অংশ বাকী থাকতে। এটা হলো আসরের নামায।

টীকা-৩২. এটা হলো যোহরের নামায।

হিকমত (নিগূঢ় রহস্য)ঃ

নামাযের জন্য এ পাঁচটা সময় নির্দ্ধারিত হলো। এ কারণে, সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে সেটাই, যা সর্বদা করা হয়। বস্তুতঃ মানুষের সেই শক্তি নেই যে, তার পূর্ণ সময়টুকু নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করবে। কেননা, তার রয়েছে পানাহার ইত্যাদির প্রয়োজন ও আবশ্যকাদি। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার উপর ইবাদতকে সহজ করে দিয়েছেন এবং তা এভাবে যে, দিনের প্রথমে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে আর রাতের প্রথম ও শেষ ভাগে নামাযসমূহ নির্দ্ধারিত করে দেন; যাতে ঐ সমস্ত সময়ে ইবাদতে মশগুল থাকা সার্বক্ষণিক ইবাদতের শামিল হয়ে যায়। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩৩. যেমন, পাখীকে ডিম থেকে এবং মানুষকে বীর্য (শুক্র) থেকে ও মু'মিনকে কাফির থেকে।

টীকা-৩৪. যেমন, ডিমকে পাখী থেকে, বীর্যকে মানুষ থেকে, কাফিরকে মু'মিন থেকে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ শুকিয়ে যাবার পর, বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে উদ্ভিদ জন্মিয়ে।

টীকা-৩৬. কবরসমূহ থেকে পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশের জন্য।

টীকা-৩৭. তোমাদের সর্বোচ্চ পিতৃপুরুষ ও তোমাদের মূল হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে।

রুকূ' - তিন

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَاۤ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿۲۰﴾

২০. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে এ যে, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে (৩৭), অতঃপর তখনই তোমরা মানুষ হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছো।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۲۱﴾

২১. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতি থেকে সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া স্থাপন করেছি (৩৮)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿۲۲﴾

২২. এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে— আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বিভিন্নতা (৩৯)। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ﴿۲۳﴾

২৩. এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিনে তোমাদের শয়ন করা (৪০) এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করা (৪১)। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে শ্রবণকারীদের জন্য (৪২)।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيٖ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۲۴﴾

২৪. এবং তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে রয়েছে যে, তোমাদেরকে বিজলী দেখান ভীতি সঞ্চারক রূপে (৪৩) ও আশা সঞ্চারকরূপে (৪৪) এবং আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর। নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য (৪৫)।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ؕ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً ۖ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ اِذَاۤ اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۵﴾

২৫. এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে (৪৬)। অতঃপর যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে এক আহ্বান করবেন (৪৭), তখনই তোমরা বের হয়ে পড়বে (৪৮)।

وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۲۶﴾

২৬. এবং তাঁরই, যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। সবই তাঁর হুকুমের অধীন।

وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِي السَّمٰوٰتِ

২৭. এবং তিনিই হন, যিনি সর্ব প্রথম সৃষ্টি করেন, অতঃপর সেটাকে পুনর্বার সৃষ্টি করবেন (৪৯) এবং এটা তোমাদের বুঝে তাঁর জন্য অধিক সহজ হওয়া চাই (৫০)। এবং তাঁরই জন্য রয়েছে সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা আসমানসমূহ

টীকা-৩৮. যে, কোন পূর্ব-পরিচিতি ও কোন আত্মীয়তা ব্যতিরেকেই পরস্পরের সাথে পরস্পরের ভালবাসা ও সমবেদনা রয়েছে।

টীকা-৩৯. ভাষার বৈচিত্র্য তো এ যে, কেউ আরবী ভাষায় কথা বলে, কেউ বলে অনারবীয় ভাষায়। কেউ আবার অন্য কিছু। আর বর্ণের বৈচিত্র এ যে, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, আর কেউ হচ্ছে গোধূম বর্ণের। বস্তুতঃ এ বৈচিত্র অতীব আশ্চর্যজনক। কেননা, সবাই একই মূল থেকেই এবং তারা সবাই হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের সন্তান।

টীকা-৪০. যার কারণে ক্লান্তি দূরীভূত হয় ও আরাম পাওয়া যায়।

টীকা-৪১. 'অনুগ্রহ সন্ধান করা' দ্বারা জীবিকা অর্জন করা বুঝায়।

টীকা-৪২. যারা বিবেকের কান দ্বারা শুনে।

টীকা-৪৩. পতিত হওয়া ও ক্ষতি করার।

টীকা-৪৪. বৃষ্টির

টীকা-৪৫. যারা চিন্তা ভাবনা করে ও আল্লাহ্র ক্ষমতার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে তাকায়।

টীকা-৪৬. হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত ইবনে মাস্‌উদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম বলেন যে, ঐ দু'টিই কোন প্রকার স্তম্ভ ছাড়া স্থির রয়েছে।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ তোমাদেরকে কবরসমূহ থেকে আহ্বান করবেন। তা এ ভাবে যে, হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম কবরবাসীদেরকে উঠানোর জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার করবেন। তখন পূর্ব ও পরবর্তীদের মধ্যে এমন কেউ থাকবে না যে উঠবেনা। সুতরাং এর পরপরই এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৪৮. অর্থাৎ কবরসমূহ থেকে জীবিত হয়ে।

টীকা-৪৯. ধ্বংস হবার পর।

টীকা-৫০. কেননা, মানবজাতির অভিজ্ঞতা ও তাদের অভিমত এ কথাই ব্যক্ত করছে যে, কোন জিনিষের পুনঃ

সৃষ্টি সেটার প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা সহজতর হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কোনটাই কঠিন নয়।

টীকা-৫১. যে, তাঁর মতো কেউ নেই। তিনি সত্য উপাস্য। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

টীকা-৫২. হে মুশরিকগণ!

টীকা-৫৩. ঐ দৃষ্টান্ত এ-ই-

টীকা-৫৪. অর্থাৎ তোমাদের দাস কি তোমাদের অংশীদার?

টীকা-৫৫. ধন-সম্পদ ও ভোগ্যপণ্য ইত্যাদি,

টীকা-৫৬. অর্থাৎ মুনিব ও দাসের কি এ ধন-সম্পদ ও সামগ্রীর মধ্যে সমান অধিকার রয়েছে? এমনি যে-

وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٧﴾

ও যমীনের মধ্যে (৫১)। এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' - চার

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِيْ مَا رَزَقْنٰكُمْ فَاَنْتُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ تَخَافُوْنَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. তোমাদের জন্য (৫২) একটা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন তোমাদের নিজেদেরই অবস্থা থেকে (৫৩); তোমাদের জন্য কি তোমাদের হাতের দাসদের মধ্যে কেউ অংশীদার আছে (৫৪) তাতেই, যা আমি তোমাদেরকে রিয্‌ক্ দিয়েছি (৫৫), অতঃপর তোমরা সবাই তাতে সমান হও (৫৬)? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো (৫৭), যেমন পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে ভয় করো (৫৮)? আমি এভাবেই বিস্তারিত নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি বোধশক্তি-সম্পন্নদের জন্য।

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. বরং যালিমগণ (৫৯) আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে বসেছে অজ্ঞতাবশতঃ (৬০)। সুতরাং তাকে কে হিদায়ত করবে, যাকে খোদা পথভ্রষ্ট করেছেন (৬১) এবং তার কোন সাহায্যকারী নেই (৬২)।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং আপন মুখমণ্ডল সোজা করুন আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য একমাত্র তাঁরই হয়ে (৬৩)। আল্লাহ্‌র স্থাপিত বুনিয়াদ, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (৬৪)। আল্লাহ্‌র বানানো বস্তুকে বিকৃত করোনা (৬৫); এটাই সোজা ধর্ম; কিন্তু বহু লোক জানেন না (৬৬);

مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে (৬৭)। এবং তাঁকেই ভয় করো ও নামায প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা;

টীকা-৫৭. আপন সম্পদ ও সামগ্রীতে এ সব দাসের অনুমতি ব্যতীত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে?

টীকা-৫৮. মোটকথা এই যে, তোমরা কোন মতেই আপন মালিকানাধীন দাসগুলোকে নিজেদের অংশীদার করতে পছন্দ করতে পারছো না, সুতরাং এটা কতো বড় যুলুম যে, আল্লাহ্ তা'আলার মালিকানাধীন বান্দাদেরকে তাঁর অংশীদার স্থির করছো? হে মুশরিকগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত যাদেরকে আপন মা'বূদ সাব্যস্ত করছো তারা তাঁরই বান্দা ও আয়ত্বাধীন।

টীকা-৫৯. যারা শির্ক করে নিজেদের প্রাণের প্রতি মহা যুলুম করেছে।

টীকা-৬০. অজ্ঞতার কারণে।

টীকা-৬১. অর্থাৎ কেউ তার হিদায়তকারী নেই

টীকা-৬২. যে তাদেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর অটল ও স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো।

টীকা-৬৪. 'فطرت' (ফিতরাত) দ্বারা দ্বীন-ইসলাম বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ' যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে ঈমানের উপর সৃষ্টি করেছেন। যেমন বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে- "প্রত্যেক সন্তানকে فطرت -এর উপর সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ ঐ অঙ্গীকারের উপর সৃষ্টি করেন যা اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?) বলে গ্রহণ করা হয়েছে। বোখারী শরীফ-এর হাদীসে আছে- "অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইহুদী অথবা খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজারী করে নেয়।" এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

টীকা-৬৬. এর বস্তবতাকে। সুতরাং এ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো;

টীকা-৬৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি, তাওবা ও আনুগত্য সহকারে।

টীকা-৬৮. উপাস্যের ব্যাপারে মতভেদ করে

টীকা-৬৯. এবং নিজের মিথ্যাকে সত্য মনে করে।

টীকা-৭০. রোগের অথবা দুর্ভিক্ষের, কিংবা তা ব্যতীত অন্য কিছুর

৩২. তাদের মধ্য থেকে, যারা আপন দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে (৬৮) এবং হয়ে গেছে দল-উপদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলই তাদের নিকট যা রয়েছে তারই উপর সন্তুষ্ট (৬৯)।

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩. এবং যখন মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে (৭০), তখন আপন প্রতিপালককে ডাকে– তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী হয়ে; অতঃপর যখন তাদেরকে তাঁর নিকট থেকে রহমতের স্বাদ দান করেন (৭১), তখনই তাদের মধ্য থেকে একদল আপন প্রতিপালকের শরীক স্থির করতে আরম্ভ করে,

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

৩৪. আমার প্রদত্তের প্রতি অকৃতজ্ঞতাপ্রকাশের জন্য। সুতরাং ভোগ করে নাও (৭২); অতঃপর অবিলম্বে জানতে পারবে (৭৩)।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫. অথবা আমি কি তাদের নিকট কোন সনদ অবতীর্ণ করেছি (৭৪) যে, তা তাদেরকে আমার শরীক বানানোর কথা বলছে (৭৫)?

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

৩৬. এবং যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ প্রদান করি (৭৬) তখন তারা সেটার উপর খুশী হয়ে যায় (৭৭) এবং যখন তাদের নিকট কোন দুর্দশা পৌঁছে (৭৮) ঐ কাজের বদলা হিসেবে, যা তাদের হস্তসমূহ অগ্রে প্রেরণ করেছে (৭৯), তখনই তারা হতাশ হয়ে পড়ে (৮০)।

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭. এবং তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ্ রিয্ক্ব প্রশস্ত করেন যার জন্য চান, এবং সংকুচিত করেন যার জন্য চান। নিশ্চয় তাতে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

৩৮. সুতরাং আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দাও (৮১) এবং মিস্কীন ও মুসাফিরকে (৮২)। এটা উত্তম তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় (৮৩) এবং তারাই সফলকাম।

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

৩৯. এবং তোমরা যে বস্তু অধিক নেয়ার জন্য দাও, যাতে দাতার সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে তা আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পাবে না (৮৪) এবং তোমরা যা খয়রাত দাও, আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

টীকা-৭১. এর কষ্ট থেকে মুক্তি দান করে এবং আরাম দান করে,

টীকা-৭২. পার্থিব নি'মাতসমূহকে কিছুদিন

টীকা-৭৩. যে, আখিরাতে তোমাদের কি অবস্থা হবে এবং ঐ দুনিয়া অন্বেষণের কি ফলাফল বের হবে!

টীকা-৭৪. কোন প্রমাণ অথবা কোন কিতাব

টীকা-৭৫. এবং শির্ক করার নির্দেশ দেয় এমন নয়, না কোন প্রমাণ আছে, না কোন সনদ।

টীকা-৭৬. অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ত রিয্ক্বের।

টীকা-৭৭. এবং অহংকার করে

টীকা-৭৮. দুর্ভিক্ষ অথবা ভয় কিংবা অন্য কোন বালা-মুসীবত।

টীকা-৭৯. অর্থাৎ এই পাপাচারসমূহ ও তাদের গুনাহ্সমূহের।

টীকা-৮০. আল্লাহ্ তা'আলার দয়া থেকে। আর এ কথা মু'মিনের মর্যাদার পরিপন্থী। কেননা, মু'মিনের অবস্থা এ যে, যখন সে নি'মাত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যখন কোন দুঃখ পায় তখন আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের প্রার্থী থাকে।

টীকা-৮১. তার সাথে সদ্ব্যবহার করো ও তার উপকার করো।

টীকা-৮২. তাদের প্রাপ্য দাও– সাদক্বাহ্ দিয়ে এবং আতিথেয়তা করে।

মাসআলাঃ এ আয়াত দ্বারা পরিবারভুক্ত স্বজনদের (محارم) খোরাকী প্রদান অপরিহার্য হওয়া প্রমাণিত হয়।

টীকা-৮৩. এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাওয়াবের অন্বেষণকারী।

টীকা-৮৪. লোকদের রীতি ছিলো যে, তারা বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গকে অথবা অন্য কাউকেও এতদুদ্দেশ্যে হাদিয়া দিতো যে, তারা তাদেরকে তদপেক্ষা অধিক দেবে। এটা জায়েয তো আছে, কিন্তু সেটার জন্য সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং তাতে বরকত হবে না। কেননা, ঐ কাজ একমাত্র আল্লাহ্র তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়নি।

فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۝

(৮৫); তবে তাদেরই জন্য রয়েছে দ্বিগুণ বৃদ্ধি (৮৬)।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَٰلِكُم مِّن شَىْءٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

৪০. আল্লাহ্ হন, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন (৮৭)। তোমাদের শরীকদের মধ্যেও (৮৮) কি কেউ এমন আছে, যে ঐসব কাজ থেকে কিছু করতে পারে? (৮৯) তিনি পবিত্র ও বহু উর্দ্ধে তাদের শির্ক থেকে।

রুকূ' - পাঁচ

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

৪১. ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তি– স্থলে ও জলে (৯০) ঐসব কুকর্মের কারণে, যেগুলো মানুষের হাতগুলো অর্জন করেছে, যাতে তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের স্বাদ গ্রহণ করান, যাতে তারা ফিরে আসে (৯১)।

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ۝

৪২. আপনি বলুন, 'পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখো কেমন পরিণতি হয়েছে পূর্ববর্তীদের?' তাদের মধ্যে অনেকে মুশরিক ছিলো (৯২)।

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ۝

৪৩. সুতরাং আপন মুখমণ্ডল সোজা করো ইবাদতের জন্য (৯৩) এরই পূর্বে যে, ঐ দিন এসে পড়বে যা আল্লাহ্‌র দিক থেকে অপসারিত হবার নয় (৯৪)। সেদিন পৃথক হয়ে বিভক্ত হয়ে যাবে (৯৫)।

مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝

৪৪. যে কুফর করে তার কুফরের শাস্তি তারই উপর বর্তায়; আর যারা সৎকাজ করে তারা নিজেদের জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে (৯৬);

لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝

৪৫. যাতে পুরস্কার দেন (৯৭) তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, স্বীয় অনুগ্রহ থেকে। নিশ্চয় তিনি কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

৪৬. এবং তাঁর নিদর্শনাদি থেকে যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন, সুসংবাদবাহীরূপে (৯৮) এবং এ জন্য যে, তোমাদেরকে আপন অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাবেন এবং এ জন্য যে, নৌযান (৯৯) তাঁর নির্দেশে চলবে এবং এ জন্য যে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করবে (১০০) এবং এ জন্য যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হবে (১০১)।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ

৪৭. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের পূর্বে কতো রসূল তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছি।

টীকা-৮৫. না সেটার বিনিময় নেয়া উদ্দেশ্য হয়, না লোক দেখানো।

টীকা-৮৬. তাদের প্রতিদান ও পুরস্কার অধিক হবে। একটা সৎকর্মের পরিবর্তে দশগুণ দেয়া হবে।

টীকা-৮৭. সৃষ্টি করা, জীবিকাদান করা, মৃত্যু ঘটানো ও জীবন দান করা– এসব কাজ আল্লাহ্‌রই।

টীকা-৮৮. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোর মধ্যে, যে গুলোকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শরীক স্থির করছো সে গুলোর মধ্যেও

টীকা-৮৯. এর জবাব দিতে মুশরিকগণ অক্ষম হয়েছে এবং তারা নিঃশ্বাসগ্রহণেরও অবকাশ পায়নি। সুতরাং এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৯০. শির্ক ও পাপাচারসমূহের কারণে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, উৎপাদন হ্রাস, ক্ষেতের অনিষ্ট, ব্যবসায় লোকসান, মানুষ ও পশুর মড়ক, অধিক অগ্নিকাণ্ড, গর্কি এবং প্রত্যেক বস্তুতে বরকতহীনতা।

টীকা-৯১. কুফর ও পাপাচার থেকে এবং তাওবাকারী হয়।

টীকা-৯২. আপন শির্কের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে; তাদের প্রাসাদ ও বাসস্থানগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে। সেগুলো দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ দ্বীন-ইসলামের উপর মজবুতভাবে অটল থাকো।

টীকা-৯৪. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-৯৫. অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পর পৃথক হয়ে যাবে; অর্থাৎ জান্নাতী জান্নাতের দিকে চলে যাবে, আর দোযখী দোযখের দিকে।

টীকা-৯৬. যেন বেহেশ্‌তের অট্টালিকাগুলোর মধ্যে সুখ ও আরাম পায়।

টীকা-৯৭. এবং পুরস্কার দান করেন আল্লাহ্ তা'আলা।

টীকা-৯৮. বৃষ্টি ও অধিক উৎপাদনের।

টীকা-৯৯. সমূদ্রে ঐ বায়ু দ্বারা

টীকা-১০০. অর্থাৎ সামুদ্রিক ব্যবসা দ্বারা জীবিকা উপার্জন করবে

টীকা-১০১. ঐসব নি'মাতের; এবং আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে মেনে নেবে।

টীকা-১০২. যেগুলো ঐ রসূলগণের রিসালতের সত্যতার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণই ছিলো। সুতরাং ঐ সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক ঈমান এনেছে এবং কিছু লোক কুফর করেছে।

টীকা-১০৩. যে, দুনিয়ায় মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছি

টীকা-১০৪. অর্থাৎ তাদেরকে উদ্ধার করা এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আখিরাতের সাফল্য এবং শত্রুদের উপর বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, যেই মুসলমান আপন ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত-দিবসে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এটা এরশাদ করে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে সাহায্য করা আমি নিজ করুণায় নিজের উপর দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছি।)

সুতরাং তাঁরা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছেন (১০২)। অতঃপর আমি অপরাধীদের নিকট থেকে বদলা নিয়েছি (১০৩) এবং আমার বদান্যতার দায়িত্বেই রয়েছে মুসলমানদের সাহায্য করা (১০৪)।

৪৮. আল্লাহ্ হন, যিনি প্রেরণ করেন বায়ুসমূহ, যেগুলো সঞ্চালিত করে মেঘমালাকে, অতঃপর তিনি সেটাকে ছড়িয়ে দেন আসমানে যেমনই ইচ্ছা করেন (১০৫) এবং সেটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেন (১০৬)। অতঃপর তুমি দেখতে পাও যে, সেটার মধ্য থেকে বৃষ্টি বহির্গত হচ্ছে। অতঃপর যখন সেটা পৌঁছান (১০৭) আপন বান্দাদের মধ্যে যার দিকে ইচ্ছা করেন, তখনই তারা খুশী উদ্‌যাপন করে;

৪৯. যদিও তা অবতীর্ণ হবার পূর্বে তারা নিরাশ হয়েই ছিলো।

৫০. সুতরাং কিভাবে আল্লাহ্‌র রহমতের চিহ্ন দেখো (১০৮), ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (১০৯)। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন।

৫১. এবং যদি আমি কোন বায়ু প্রেরণ করি (১১০), যার ফলে তারা ক্ষেতের শস্যকে হলদে বর্ণের দেখে (১১১), তবে অবশ্যই এরপর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে (১১২)।

৫২. এ জন্য যে, আপনি মৃতদেরকে শুনান না (১১৩) এবং না বধিরদেরকে আহ্বান শুনান যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায় (১১৪)।

فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾

اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾

وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾
فَانْظُرْ إِلٰى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾

টীকা-১০৫. কম অথবা বেশী।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ কখনো তো আল্লাহ্ তা'আলা ব্যাপক মেঘমালা প্রেরণ করেন, যার ফলে আসমান আচ্ছাদিত মনে হয়। আবার কখনো খণ্ড-বিখণ্ড, পৃথক পৃথক (দেখায়)।

টীকা-১০৭. অর্থাৎ বৃষ্টিকে

টীকা-১০৮. অর্থাৎ বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া যা তার উপর পর্যায়ক্রমে বর্তায়। যেমন– বৃষ্টি ভূমিকে সিক্ত করে, তা থেকে সবুজ উদ্ভিদ জন্মে। উদ্ভিদ থেকে ফল হয়। ফলমূলে রয়েছে খাদ্য হবার যোগ্যতা। আর তা থেকে প্রাণীসমূহের শরীর গঠনে ও রক্ষায় সাহায্য পাওয়া যায় এবং এও দেখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব চারা ও গাছপালা ইত্যাদি তৈরী করে।

টীকা-১০৯. এবং শুষ্ক ময়দানকে সবুজ গাছপালা দ্বারা সজীব করে দেন, যাঁর এ-ই ক্ষমতা!

টীকা-১১০. এমনই যে, তা ক্ষেত ও শাক-সব্জির জন্য ক্ষতিকর হয়,

টীকা-১১১. এরপর যে, তা সবুজ ও সজীব ছিলো,

টীকা-১১২. অর্থাৎ ক্ষেত হলদে বর্ণের হবার পর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে এবং পূর্ববর্তী নি'মাতসমূহকেও অস্বীকার করে। অর্থ এ যে, ঐসব লোকের অবস্থা এ যে, যখন রহমত লাভ করে, রিয্‌ক্ পায় তখন আনন্দিত হয়ে যায়, আর যখন কোন বিপদ আসে, ক্ষেত নষ্ট হয় তখন পূর্ববর্তী নি'মাতগুলোকেও অস্বীকার করে বসে; অথচ উচিত এই ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করতো এবং যখন নি'মাত লাভ করতো তখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতো, আর যখন বালা-মুসীবত আসতো তখন ধৈর্যধারণ করতো এবং প্রার্থনা ও ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে মগ্ন হতো। এরপর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন হুযূরে আকরাম বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শান্তনা দিচ্ছেন যে, 'আপনি সেসব লোকের বঞ্চিত হওয়া ও তাদের ঈমান না আনার উপরও দুঃখিত হবেন না।'

টীকা-১১৩. অর্থাৎ যাদের অন্তরের মৃত্যু ঘটেছে এবং তাদের দিক থেকে কোন মতে সত্য গ্রহণের আশাই অবশিষ্ট থাকেনি।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ সত্য শুনা থেকে বধির হয়। আর বধিরও এমনই যে, পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে গেছে। তাদের থেকে কোন মতেই অনুধাবন

وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

৫৩. এবং না আপনি অন্ধগণকে (১১৫) তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে সঠিক পথে আনয়ন করেন। কাজেই, আপনি তাকেই শুনান, যে আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, অতঃপর তারা হয় আত্মসমর্পণকারী।

রুকূ' – ছয়

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً ۭ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ۝

في حفص بضم الضاد وفتحها الكلمة الثلاثة لكن الضم مختارة ١٢

৫৪. আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে প্রথমে দুর্বল করে সৃষ্টি করেন (১১৬), অতঃপর তোমাদেরকে শক্তিহীনতার অবস্থা থেকে শক্তিতে আনয়ন করেন (১১৭); অতঃপর, শক্তির পর (১১৮) দুর্বলতা ও বার্দ্ধক্য দেন। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন (১১৯) এবং তিনিই জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী।

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۭ كَذٰلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ۝

৫৫. এবং যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করবে এ মর্মে যে, তারা অবস্থান করেনি, কিন্তু এক মুহূর্তকাল মাত্র (১২০)। তারা এভাবেই মুখ নীচের দিকে করে যেতো (১২১)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۡ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬. এবং বললো তারাই, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান প্রদান করা হয়েছে (১২২), 'নিশ্চয় তোমরা অবস্থান করেছিলে আল্লাহ্‌র লিপির মধ্যে (১২৩) পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। সুতরাং এটাই হচ্ছে ঐ দিন পুনরুত্থানের (১২৪); কিন্তু তোমরা জানতে না (১২৫)।'

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ ۝

৫৭. অতএব, সেদিন যালিমদের উপকারে আসবেনা তাদের ওযর-আপত্তি এবং না তাদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে (১২৬)।

করার আশা নেই।

টীকা-১১৫. এখানে 'অন্ধগণ' দ্বারাও অন্তরের অন্ধগণ বুঝানো হয়েছে। এ আয়াত থেকে কেউ কেউ এ কথার পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন যে, মৃতরা শুনতে পায়না। কিন্তু এ ধরণের প্রমাণ পেশ করা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে 'মৃতগণ' দ্বারা 'কাফিরগণ' বুঝানো হয়েছে। যারা পার্থিব জীবন তো ধারণ করে, কিন্তু নসীহত ও উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয় না। এ কারণে তাদেরকে ঐসব মৃতের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যারা কর্মজগত থেকে অতিবাহিত হয়েছে। আর তারা এ কারণে উপদেশাদি দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। সুতরাং আয়াতকে , 'মৃতরা শুনতে পায়না' মর্মে প্রমাণ হিসেবে স্থির করা শুদ্ধ নয়। বস্তুতঃ বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা মৃতদের শ্রবণ করা এবং তাদের কবরের নিকট যিয়ারতের জন্য আগমনকারীদেরকেও চিনতে পারা প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-১১৬. এতে মানুষের অবস্থাদির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা প্রথমে মায়ের গর্ভের মধ্যে লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিলো। অতঃপর শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে; তারপর দুগ্ধপোষ্য ছিলো। এসব অবস্থা অত্যন্ত দুর্বলেরই ছিলো।

টীকা-১১৭. অর্থাৎ শৈশবের দুর্বলতার পর যৌবনের শক্তি দান করেন।

টীকা-১১৮. অর্থাৎ যৌবনের ক্ষমতার পর।

টীকা-১১৯. দুর্বলতা ও ক্ষমতা, যৌবন ও বার্দ্ধক্য– এ সবই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট।

টীকা-১২০. অর্থাৎ আখিরাতকে দেখে তাদের নিকট দুনিয়া অথবা কবরে থাকার সময়কে অতি স্বল্প মনে হবে। এ কারণেই তারা ঐ সময়টাকে 'এক মুহূর্তকাল' বলে বর্ণনা করবে।

টীকা-১২১. অর্থাৎ এভাবেই দুনিয়ায় ভুল ও মিথ্যা কথার উপর একগুঁয়ে হয়ে থাকতো, সত্য থেকে বিমুখ হতো ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতো, যেমনিভাবে এখন কবর অথবা দুনিয়ায় অবস্থানের সময়কে শপথ করে 'একটা মাত্র মুহূর্তকাল' বলছে। তাদের এ শপথের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সমস্ত মাহশারবাসীর সামনে অপমানিত করবেন, আর সবাই দেখবে যে, তারা এমন বিশাল সমাবেশে শপথ করে এমন স্পষ্ট মিথ্যাই বলছে!

টীকা-১২২. অর্থাৎ নবীগণ ও ফিরিশ্‌তাগণ এবং মু'মিনগণ তাদের খণ্ডন করবেন আর বলবেন, "তোমরা মিথ্যা বলছো!"

টীকা-১২৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যা তাঁর পূর্বজ্ঞানে 'লওহ-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন সেটারই অনুযায়ী তোমরা কবরসমূহের মধ্যে রয়েছো।

টীকা-১২৪. দুনিয়ায় তোমরা যা অস্বীকার করতে।

টীকা-১২৫. পৃথিবীতে যে, তা সত্য, অবশ্যই সংঘটিত হবে। এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, সে দিনটা এসে গেছে। বস্তুতঃ সেটার আগমন সত্য ছিলো। সুতরাং এ সময়ের 'জানা' তোমাদের জন্য উপকারী হবে না। যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-১২৬. অর্থাৎ, না তাদেরকে এ কথা বলা হবে যে, তাওবা করে আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করো যেমনিভাবে দুনিয়ায় তাদের নিকট থেকে তাওবা তলব করা হতো।

টীকা-১২৭. যাতে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং সতর্কীকরণ আপন পূর্ণতার শিখরে পৌছে। কিন্তু তারা তাদের অন্তরের কালিমা ও কঠোরতার কারণে কোন উপকারই লাভ করেনি; বরং যখনই ক্বোরআনের কোন আয়াত এসেছে তখনই সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করেছে।

টীকা-১২৮. যাদের সম্পর্কে তিনি জানেন যে, তারা পথভ্রষ্টতাই অবলম্বন করবে এবং সত্যের অনুসারীদেরকে মিথ্যুক বলবে।

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. এবং নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য এ ক্বোরআনের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি (১২৭)। এবং যদি আপনি তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনেন, তবে অবশ্যই কাফির বলবে, 'তোমরাতো নও, কিন্তু বাতিলের উপর।'

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. আল্লাহ্ এভাবে মোহর করে দেন অজ্ঞলোকদের হৃদয়গুলোর উপর (১২৮)।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

৬০. সুতরাং ধৈর্য ধরুন (১২৯)! নিশ্চয় আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি সত্য (১৩০) এবং আপনাকে যেন বিচলিত না করে ঐসব লোক, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না (১৩১)। ★

টীকা-১২৯. তাদের অত্যাচার ও শত্রুতার উপর।

টীকা-১৩০. আপনাকে সাহায্য করার ও দ্বীন ইসলামকে সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী করার।

টীকা-১৩১. অর্থাৎ ঐসব লোক, যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না ও পুনরুত্থান ও হিসাব-নিকাশকে অস্বীকার করে তাদের নির্যাতনসমূহ, তাদের অস্বীকৃতি এবং তাদের অশোভন আচরণ আপনার জন্য যেন অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ না হয়। এমনও যেন না হয় যে, আপনি তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির প্রার্থনাকে ত্বরান্বিত করবেন। ★

****

সূরা লোক্বমান

সূরা লোক্বমান মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩৪ রুকূ'-৪

রুকূ' – এক

الٓمٓ ﴿١﴾

১. আলিফ লা-ম মী-ম।

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾

২. এ গুলো বাস্তবজ্ঞানে পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াত,

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾

৩. পথ-নির্দেশনা ও দয়া সৎকর্মপরায়ণদের জন্য।

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

৪. ঐসব লোক, যারা নামায কায়েম রাখে ও যাকাত প্রদান করে এবং আখিরাতের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে;

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

৫. তারাই আপন প্রতিপালকের হিদায়তের উপর রয়েছে এবং তারাই সফলকাম হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

৬. এবং কিছু লোক খেলাধূলার কথাবার্তা ক্রয় করে (২) যেন আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে

টীকা-১. 'সূরা লোক্বমান' মক্কী;– দু'টি আয়াত ব্যতীত; যেগুলো وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় চারটি রুকূ', চৌত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ আটচল্লিশটি পদ এবং দু'হাজার একশ দশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. 'لَهْوَ' অর্থাৎ খেলাধূলা– এমন প্রত্যেক অসার ও অযথা বস্তুকে বলা হয়, যা মানুষকে সৎকর্ম থেকে এবং কাজের কথা-বার্তা থেকে অলসতায় ফেলে দেয়। গল্প-কাহিনীও এর মধ্যে শামিল রয়েছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাদ্বার ইবনে হারিস ইবনে কালদাহ্র প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যবসার পরম্পরায় অন্যান্য দেশে সফর করতো। সে অনারবীয়দের কিতাবাদি ক্রয় করেছিলো, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কিচ্ছা-কাহিনী ছিলো। সেগুলো সে ক্বোরাঈশদেরকে শুনাতো, আর বলতো, "বিশ্বকুল সরদার (হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে 'আদ ও সামূদের ঘটনাবলী শুনান। আর আমি রুস্তম, আসফান্দিয়ার ও পারস্যের বাদশাহ্গণের গল্প-কাহিনী শুনাচ্ছি।" কিছু লোক সেসব গল্প-কাহিনীতে মগ্ন হয়ে গেলো, আর ক্বোরআন পাক শুনা থেকে বিমুখ থেকে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

★ 'সূরা রোম' সমাপ্ত।

টীকা-৩. অর্থাৎ অজ্ঞতাবশতঃ লোকদেরকে ইস্‌লামে প্রবেশ করতে ও ক্বোরআন করীম শুনতে বাধা দেয় এবং আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

টীকা-৪. এবং সেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনা

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ؕ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾

দেয় না বুঝে (৩) এবং সেটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপরূপে গ্রহণ করে নেয়; তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِىٓ أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ﴿٧﴾

৭. এবং যখন তার নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন অহংকার করে ফিরে যায় (৪) যেন সে সেগুলো শুনেই নি, যেন তাদের কানে বধিরতা রয়েছে (৫)। সুতরাং তাকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

৮. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য শান্তির বাগান রয়েছে;

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

৯. সর্বদা তারা সেগুলোতে থাকবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সত্য এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقٰى فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ﴿١٠﴾

১০. তিনি আস্‌মান সৃষ্টি করেছেন এমন সব স্তম্ভ ব্যতীত, যেগুলো তোমরা দেখতে পাও (৬) এবং পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন নোঙ্গরসমূহ (৭) যাতে তোমাদেরকে নিয়ে কম্পন না করে এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আস্‌মান থেকে পানি বর্ষণ করেছি (৮)। অতঃপর পৃথিবীতে প্রত্যেক উৎকৃষ্ট জোড়া উদ্‌গত করেছি (৯)।

هٰذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُوْنِىْ مَاذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ بَلِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١١﴾

১১. এ'তো আল্লাহ্‌র সৃষ্ট (১০)! আমাকে তা দেখাও (১১), যা তিনি ব্যতীত অন্যান্যরা সৃষ্টি করেছে (১২); বরং যালিমগণ সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছে।

রুকূ' - দুই

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ﴿١٢﴾

১২. এবং নিশ্চয় আমি লোক্বমানকে হিকমত দান করেছি (১৩) যে, 'আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো (১৪)।' এবং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণার্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (১৫); এবং যে অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, সকল প্রকার প্রশংসায় প্রশংসিত।

টীকা-৫. এবং সে বধির।

টীকা-৬. অর্থাৎ কোন স্তম্ভ নেই; তোমাদের দৃষ্টিই খোদ্ সেটার পক্ষে সাক্ষী রয়েছে।

টীকা-৭. উচ্চ পাহাড়সমূহের,

টীকা-৮. আপন অনুগ্রহে বৃষ্টির।

টীকা-৯. উন্নত ধরণের উদ্ভিদ জন্মিয়েছেন

টীকা-১০. যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো,

টীকা-১১. হে মুশ্‌রিকরা!

টীকা-১২. অর্থাৎ বোতগুলো, যেগুলোকে তোমরা ইবাদতের উপযোগী স্থির করছো।

টীকা-১৩. মুহাম্মদ ইবনে ইস্‌হাক্ব বলেন, হযরত লোক্বমানের বংশ পরম্পরা হচ্ছে- লোক্বমান ইবনে বা-'উর ইবনে না-হূর ইবনে তারিখ।

ওয়াহাবের মতে, হযরত লোক্বমান হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালামের ভাগ্নে ছিলেন।

মুক্বাতিলের অভিমত হচ্ছে- তিনি হযরত আইয়ূব আলায়হিস্ সালামের খালার সন্তান ছিলেন।

ওয়াক্বেদী বলেন- তিনি বনী ইস্রাঈলের কাযী (বিচারক) ছিলেন।

এটাও কথিত আছে যে, তিনি এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন এবং হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালামের যুগ পেয়েছিলেন ও তাঁর নিকট শিক্ষার্জন করেন। আর তাঁর (হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম) যুগে ফতোয়া প্রদানে বিরত থাকেন, যদিও তিনি ইতিপূর্বে ফতোয়া প্রদান করতেন।

তাঁর (হযরত লোক্বমান) নবূয়ত সম্পর্কে মতভেদ আছে। অধিকাংশ ওলামার মতে, তিনি 'হাকীম' (জ্ঞানী) ছিলেন, 'নবী' ছিলেন না।

'হিকমত' (حكمت) বিবেক ও বুঝশক্তিকেই বলা হয় এবং কথিত আছে যে, 'হিকমত' ঐ জ্ঞানকে বলা হয়, যা অনুসারে কাজ করা যায়। কেউ কেউ বলেন, 'হিক্‌মত' সূক্ষ্ম পরিচিতি লাভ করা ও প্রত্যেকটি বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা'কেই বলা হয়। এ কথাও বলা হয় যে, হিকমত এমন বস্তু যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা যার অন্তরে স্থাপন করেন, তার হৃদয়কে আলোকিত করে দেয়।

টীকা-১৪. এ নি'মাতের উপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'হিকমত' দান করেছেন।

টীকা-১৫. কেননা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে নি'মাত বৃদ্ধি পায় এবং সাওয়াব পাওয়া যায়।

টীকা-১৬. হযরত লোকমান (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর পুত্রের নাম ছিলো আন্‌আম (انعم) অথবা আশ্‌কাম (اشكم)।

মনুষ্যের উচ্চতর মর্যাদা এ যে, তিনি নিজেও 'কামিল' হবেন, অন্যান্যদেরকেও 'কামিল' করবেন। হযরত লোক্‌মান (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর 'কামিল' (كامل) হওয়া তো اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ (আমি লোক্‌মানকে হিকমত দান করেছি)-তে বর্ণনা করেছেন। আর অপরকে কামিল করা' وَهُوَ يَعِظُهٗ (এবং সে তাকে উপদেশ দেয়) দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং তিনি উপদেশ পুত্রকেই দিয়েছিলেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, উপদেশ দানের ক্ষেত্রে স্বীয় পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। তিনি উপদেশ দানের আরম্ভ শির্ককে নিষেধ করা দ্বারা করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টীকা-১৭. কেননা, তাতে ইবাদতের অনুপযোগীকে ইবাদতের উপযোগীর সমতুল্য স্থির করা হয় এবং ইবাদতকে সেটার যথাযোগ্য স্থানে স্থাপন না করা- এ দু'টিই মহা যুলুম।

টীকা-১৮. যেন তাঁদের প্রতি অনুগত থাকে এবং তাঁদের সাথে যেন সদ্ব্যবহার করে। (যেমন এ আয়াতেই সামনে এরশাদ হচ্ছে)।

১৩. এবং স্মরণ করুন! যখন লোক্‌মান আপন পুত্রকে বললো এবং সে উপদেশ দিচ্ছিলো (১৬), 'হে আমার বৎস! কাউকেও আল্লাহ্‌র শরীক করো না; নিশ্চয় শির্ক চরম যুলুম (১৭)।

১৪. এবং আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্বন্ধে তাকীদ দিয়েছি (১৮)। তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতার কষ্ট সহ্য করে (১৯) এবং তার দুধ ছাড়ানো দু'বছরের মধ্যে। এও যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো আমার এবং আপন মাতা-পিতার (২০); শেষ পর্যন্ত আমারই নিকট আসতে হবে।

১৫. এবং যদি তারা উভয়ে তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় যেন তুমি আমার সমকক্ষ দাঁড় করাও এমন বস্তুকে যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই (২১), তবে তাদের কথা মান্য করো না (২২) এবং পৃথিবীতে সৎভাবে তাদের সাথে বসবাস করবে (২৩); আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে (২৪); অতঃপর আমারই প্রতি তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, তখন আমি বলে দেবো যা তোমরা করছিলে (২৫)।

১৬. 'হে আমার বৎস! মন্দকাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা কঙ্করময় ভূমিতে কিংবা আস্‌মানসমূহে অথবা যমীনের

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ۗ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ۝

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ

টীকা-১৯. অর্থাৎ তার দুর্বলতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। যতই গর্ভস্থ শিশু বাড়তে থাকে বোঝাও ততো ভারী হতে থাকে। এবং দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। নারী গর্ভবতী হওয়ার পর দুর্বলতা ও ক্লান্তি এবং বিভিন্ন ধরণের কষ্ট পেতে থাকে। গর্ভ নিজেই দুর্বলতা সৃষ্টি করে। প্রসব-বেদনা হচ্ছে দুর্বলতার উপর দুর্বলতা। আর প্রসব করা আরো কঠিন। স্তন্যপান করানো এ সবকটি অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টকর।

টীকা-২০. এটা হচ্ছে ঐ তাকীদ, যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, যে ব্যক্তি দৈনিক পাঁচবার নামায কায়েম করেছে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার কৃতজ্ঞতা পালন করেছে। যে ব্যক্তি পঞ্জেগানা নামাযের পর মাতা-পিতার জন্য দো'আ করেছে সে মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা পালন করেছে।

টীকা-২১. অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা তো কাউকেও আমার শরীক স্থির করতেই পারো না। কেননা, আমার শরীক থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব; হতেই পারে না। এখন যে কেউ তা বলবে তবে সে অজ্ঞতাবশতই কোন বস্তুকে শরীক দাঁড় করাতে বলবে- এমন যদি মাতা-পিতাও বলে,

টীকা-২২. নাখ'ঈ বলেছেন যে, মাতা-পিতার আনুগত্য করা ওয়াজিব (অপরিহার্য); কিন্তু যদি তারা শির্ক করার নির্দেশ দেন তবে তাদের আনুগত্য করোনা। কেননা, আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোন মাখ্‌লূক (সৃষ্টি)-এর আনুগত্য করা বৈধ নয়।

টীকা-২৩. সচ্চরিত্র ও সদ্ব্যবহার এবং উপকার সাধন ও সহনশীলতা সহকারে।

টীকা-২৪. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের পথ। সেটাকেই 'আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের মযহাব' বলা হয়।

টীকা-২৫. তোমাদের কর্মফল প্রদান করে। وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে 'বিষয়বস্তু'। এটা হযরত লোক্‌মান (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর নয়; বরং তিনি আপন পুত্রকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নি'মাতের শোকর বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং শির্ক করতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মাতা-পিতা আনুগত্য এবং সেটার যথোপযুক্ত স্থানও এরশাদ করেন। এরপর আবার হযরত লোক্‌মান (আমাদের নবী ও তাঁর উপর সালাম)-এর উক্তি উল্লেখ করা হচ্ছে যে, তিনি আপন সন্তানকে বলেন-

টীকা-২৬. যতোই গুপ্ত জায়গা হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে না,

টীকা-২৭. ক্বিয়ামত-দিবসে এর হিসাব-নিকাশ করবেন।

টীকা-২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক ছোট ও বড় তাঁর জ্ঞানের আওতায় রয়েছে।

টীকা-২৯. সৎ কাজের নির্দেশ ও মন্দকাজে বাধা প্রদানের কারণে।

টীকা-৩০. সে গুলো করা অপরিহার্য। এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হলো যে, নামায, সৎ কাজের উপদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান এবং নির্যাতনের উপর ধৈর্য ধারণ– এ গুলো এমন ইবাদত, যেগুলো পালনের জন্য সকল উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا ... يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿۱۶﴾

মধ্যে– যেখানেই থাকুক না কেন (২৬), আল্লাহ্ সেটা উপস্থিত করবেন (২৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিষয়ের জ্ঞাত, অবহিত (২৮)।

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۷﴾

১৭. হে আমার বৎস! নামায কায়েম রাখো এবং সৎ কাজের নির্দেশ দাও আর অসৎকর্মে নিষেধ করো এবং যে বিপদাপদ তোমার উপর আপতিত হয় (২৯) সেটার উপর ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয় এগুলো সাহসিকতার কাজ (৩০)।

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۱۸﴾

১৮. অন্য কারো সাথে কথা বলার মধ্যে (৩১) আপন মুখমণ্ডল বক্র করো না (৩২) এবং পৃথিবীতে অহংকার করে বিচরণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন উদ্ধত, অহংকারীকে।

وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ؕ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿۱۹﴾

১৯. এবং মধ্যম চলনে বিচরণ করো (৩৩) আর আপন কণ্ঠস্বর কিছুটা নীচু করো (৩৪)। নিশ্চয় সমস্ত স্বরের মধ্যে অপ্রীতিকর স্বর হচ্ছে গর্দভের (৩৫)।

রুকূ' – তিন

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً ؕ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى

২০. তোমরা কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কাজে নিয়োজিত করেছেন যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (৩৬) এবং তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় দিয়েছেন আপন অনুগ্রহসমূহ, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে (৩৭)। এবং কোন কোন মানুষ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করে এমনিই যে, তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে বিবেক,

টীকা-৩১. অহংকারের সূত্রে।

টীকা-৩২. অর্থাৎ মানুষ যখন কথা বলে তখন তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের দিক থেকে চেহারা ফিরিয়ে নেয়ার মতো অহংকারী লোকদের পন্থা অবলম্বন করো না। নম্রতার সাথে ধনী লোকদের সম্মুখীন হও।

টীকা-৩৩. না খুব দ্রুতবেগে, না খুব অলসভাবে; কারণ এ উভয় পন্থাই মন্দ। একটার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়, অপরটার মধ্যে ছেলেমী।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, খুব দ্রুত বেগে চললে মু'মিনের সম্মান লোপ পায়।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ শোরগোল ও চিৎকার করা থেকে বিরত থাকো।

টীকা-৩৫. উদ্দেশ্য এই যে, শোরগোল করা ও কণ্ঠস্বর উঁচু করা 'মাকরূহ' ও অপছন্দনীয় কাজ এবং এতে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। গাধার স্বর উঁচু হওয়া সত্ত্বেও তা অপছন্দনীয় ও ভীতিপ্রদ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নম্রস্বরে কথা বলা পছন্দ করতেন। কঠোর স্বরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।

টীকা-৩৬. আস্‌মানগুলোর মধ্যে। যেমন– সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, যেগুলো দ্বারা তোমরা উপকৃত হও এবং পৃথিবীতে সমুদ্র, নহর, খনি, পাহাড়, গাছপালা, ফলমূল ও চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি; যেগুলো দ্বারাও তোমরা উপকৃত হও।

টীকা-৩৭. প্রকাশ্য নি'মাত বা অনুগ্রহসমূহ হচ্ছে– শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা, প্রকাশ্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়, সুন্দর আকৃতি ও গড়ন ইত্যাদি। আর অপ্রকাশ্য নি'মাতসমূহ হচ্ছে– জ্ঞান, পরিচিতি, অতিরিক্ত নৈপুণ্য ইত্যাদি।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন– প্রকাশ্য নি'মাত তো ইসলাম ও ক্বোরআন আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে– 'তোমাদের পাপাচারসমূহের উপর আড়াল সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের গোপনাবস্থার কথা ফাঁস করে দেননি ও শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন নি।'

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, প্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে– শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকা ও সুন্দর গড়ন। আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে– আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস।

এক অভিমত এটাও রয়েছে যে, প্রকাশ্য অনুগ্রহ হচ্ছে– রিয্‌ক্ব বা জীবিকা, আর অপ্রকাশ্য (অনুগ্রহ হচ্ছে) 'সুন্দর চরিত্র'।

অপর এক অভিমতানুসারে, 'প্রকাশ্য নি'মাত' হচ্ছে– শরীয়তের বিধানাবলী সহজ হওয়া আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে– 'শাফা'আত'।

আরেক অভিমত অনুযায়ী- 'প্রকাশ্য নি'মাত' হচ্ছে- ইসলামের বিজয় ও শত্রুদের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়া, আর অপ্রকাশ্য নি'মাত হচ্ছে- 'সাহায্যার্থে ফিরিশ্‌তাদের আগমন'।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- 'প্রকাশ্য নি'মাত' হলো- 'রসূলের অনুসরণ' আর 'অপ্রকাশ্য নি'মাত' 'তাঁর ভালবাসা'।

(আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ ও ভালবাসা দান করুন!)

وَلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢٠﴾

না কোন সমুজ্জ্বল কিতাব (৩৮)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢١﴾

২১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'সেটারই অনুসরণ করো, যা আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন!' তখন বলে, 'বরং আমরাতো সেটারই অনুসরণ করবো, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি (৩৯)।' তবে কি যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখের শাস্তির দিকে আহবান করে থাকে, তবুও (৪০)?

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ؕ وَاِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ﴿٢٢﴾

২২. সুতরাং যে কেউ আপন মুখমণ্ডলকে আল্লাহ্‌র দিকে অবনত করে দেয় (৪১) এবং হয় সৎকর্মপরায়ণ, তবে সে নিশ্চয় এক মজবুত গ্রন্থি দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে এবং আল্লাহ্‌রই দিকে হচ্ছে সব কাজের শেষ পরিণতি।

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهٗ ؕ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং যে কেউ কুফর করে, তবে আপনি (৪২) তার কুফরের কারণে দুঃখিত হবেন না। তাদেরকে আমারই দিকে ফিরে যেতে হবে, অতঃপর আমি তাদেরকে বলে দেবো যা তারা করতো (৪৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্ অন্তরসমূহের কথা জানেন।

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾

২৪. আমি তাদেরকে কিছু ভোগ করতে দেবো (৪৪) অতঃপর তাদেরকে অসহায় করে কঠিন শাস্তির দিকে নিয়ে যাবো (৪৫)।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. এবং আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন?' তবে অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ্।' আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য (৪৬)।' বরং তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক জানেনা।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٦﴾

২৬. আল্লাহ্‌রই যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে রয়েছে (৪৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

وَلَوْ اَنَّ مَا فِى الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمٰتُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং যদি পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে সবই কলম হয়ে যায় আর সমুদ্র তার কালি হয়, এরপর আরো সাতটি সমুদ্র (৪৮), তবুও আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ নিঃশেষ হবে না (৪৯)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

টীকা-৩৮. সুতরাং যে-ই বলুক না কেন, তা হবে অজ্ঞতা ও মুর্খতা। আল্লাহ্‌র শানে এ ধরণের দুঃসাহসিকতা দেখানো ও মুখ খোলা অযথা ও ভ্রান্তিই।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত নাদ্বার ইবনে হারিস ও উবাই ইবনে খলাফ প্রমুখ কাফিরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা জ্ঞানশূন্য ও অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করতো।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ আমাদের বাপ-দাদার প্রচলিত রীতির উপরই থাকবো। এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করছেন-

টীকা-৪০. তবুও কি তারা আপন পিতৃপুরুষদের অনুসরণ করতে থাকবে?

টীকা-৪১. দ্বীন একমাত্র তাঁরই জন্য গ্রহণ করে, তাঁরই ইবাদতে মশগুল হয়, আপন কার্যাদি তাঁরই প্রতি সোপর্দ করে, তাঁরই উপর নির্ভর করে।

টীকা-৪২. হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!

টীকা-৪৩. অর্থাৎ আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেবো।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ স্বল্প অবকাশ দেবো যাতে তারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করে।

টীকা-৪৫. আখিরাতে। আর তা হচ্ছে দোযখের শাস্তি, যা থেকে তারা মুক্তি পাবে না।

টীকা-৪৬. এটা তাদের স্বীকারোক্তির উপর তাদেরকে জব্দ করা। অর্থাৎ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি আল্লাহ্- একক, শরীকহীন। সুতরাং এটাই আবশ্যক হলো যে, তাঁরই প্রশংসা করা হোক, তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক এবং তিনি ব্যতীত যেন অন্য কারো ইবাদত করা না হয়।

টীকা-৪৭. সবই তাঁর মালিকানাধীন, সৃষ্ট ও বান্দা। সুতরাং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই।

টীকা-৪৮. এবং সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করে এবং ঐ সমস্ত বৃক্ষ কলম হয় এবং ঐসব সমুদ্রের কালি শেষ হয়ে যায়,

টীকা-৪৯. কেননা, আল্লাহ্‌র জাত বিষয়াদি অপরিসীম।

শানে নুযূলঃ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন ইহুদী আলেম ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তাঁর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলো, "আমরা শুনেছি যে, আপনি বলেন- وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا -(এই তোমাদেরকে স্বল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।) সুতরাং এটা দ্বারা আপনি কি আমাদেরকেই বুঝিয়েছেন, না শুধু আপনার নিজ সম্প্রদায়কেই?" এরশাদ ফরমান, "সবাইকে।" তারা বললো, "আপনার কিতাবে কি এ কথা নেই যে, আমাদেরকে তাওরীত দেয়া হয়েছে? তাতে প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞানও আল্লাহর জ্ঞানের সামনে স্বল্পই। আর তোমাদেরকে তো আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকু জ্ঞান দিয়েছেন যে, সেটুকু অনুযায়ী কাজ করলে তোমরা উপকার পাবে।" তারা বললো, "আপনি কিরূপ ধারণা করেন? আপনার বাণী তো এই যে, যাকে হিকমত দেয়া হয়েছে, তাকে প্রচুর কল্যাণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বল্প জ্ঞান ও অধিক মঙ্গল কিভাবে একত্রিত হবে?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, এ আয়াতটি 'মাদানী' হবে।

এক অভিমত এও রয়েছে যে, ইহুদীগণ ক্বোরাঈশদেরকে বলেছিলো, "মক্কায় গিয়ে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এভাবে কথা বলবে।" অপর এক অভিমত এ যে, মুশরিকগণ বলেছিলো, "ক্বোরআন ও যা কিছু মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিয়ে আসেন এসব অনতিবিলম্বে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন কিচ্ছাই খতম।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝

২৮. তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করা ও ক্বিয়ামতে উঠানো তেমনি, যেমন একটি প্রাণকে (৫০)। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন, দেখেন।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۡ كُلٌّ يَّجْرِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

২৯. ওহে শ্রোতা! তুমি কি দেখোনি যে, আল্লাহ্ রাতকে আনয়ন করেন দিনের অংশে এবং দিনকে করেন রাতের অংশে (৫১) এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন (৫২)? প্রত্যেকটি একেকটি নির্দ্ধারিত মেয়াদ-কাল পর্যন্ত বিচরণ করে (৫৩)। এবং এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

৩০. এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ই সত্য (৫৪) এবং তিনি ব্যতীত যাদের তারা পূজা করছে সবই বাতিল (৫৫) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ই উচ্চ মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী।

রুকূ' - চার

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝

৩১. তুমি কি দেখোনি যে, নৌযান সমুদ্রে বিচরণ করে আল্লাহ্র অনুগ্রহে (৫৬), যাতে তিনি তোমাদেরকে আপন (৫৭) কিছু নিদর্শন দেখান? নিশ্চয় তাতে নিদর্শনাদি রয়েছে প্রত্যেক বড় ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞের জন্য (৫৮)।

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۭ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ۝

৩২. এবং যখন তাদের উপর (৫৯) এসে পড়ে কোন ঢেউ পর্বতমালার মতো, তখন আল্লাহ্কে ডাকে শুধু তাঁরই উপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে (৬০)। অতঃপর যখন তাদেরকে স্থলের দিকে রক্ষা করে নিয়ে আসেন, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ সরল পথে থাকে (৬১)। আর আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করবে না কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই।

টীকা-৫০. আল্লাহ্র জন্য কিছুই কঠিন নয়। তাঁর ক্ষমতা এ যে, একটি মাত্র كُنْ ('কুন' বা 'হয়ে যা') শব্দ দ্বারা সবকিছু সৃষ্টি করেন।

টীকা-৫১. অর্থাৎ একটি হ্রাস করে অপরটি বৃদ্ধি করেন এবং যেই সময়টুকু একটা থেকে হ্রাস করেন তা অপরটার মধ্যে বৃদ্ধি করে দেন।

টীকা-৫২. বান্দাদের উপকারের জন্য।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবস পর্যন্ত অথবা নিজ নিজ নির্দ্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত- সূর্য বৎসরের শেষ ভাগ পর্যন্ত এবং চন্দ্র মাসের শেষাংশ পর্যন্ত।

টীকা-৫৪. তিনিই উল্লেখিত বস্তুসমূহের উপর ক্ষমতাশীল। সুতরাং তিনিই ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-৫৫. ধ্বংসশীল, সে গুলোর মধ্যে কোনটাই ইবাদতের উপযোগী হতে পারে না।

টীকা-৫৬. তাঁর করুণা ও তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা,

টীকা-৫৭. ক্ষমতার আশ্চর্যজনক বিষয়াদির

টীকা-৫৮. যে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ধৈর্য ধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা- এ দু'টি মু'মিনেরই বৈশিষ্ট্য।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ কাফিরদের উপর।

টীকা-৬০. এবং তাঁর সম্মুখে বিনীত কণ্ঠে কান্নাকাটি করে এবং তাঁরই নিকট প্রার্থনা ও যাঞ্চা করে। তখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছুর কথা ভুলে যায়।

টীকা-৬১. আপন ঈমান ও নিষ্ঠার উপর স্থির থাকে; কুফরের প্রতি ফিরে যায় না।

শানে নুযূলঃ কথিত আছে যে, এ আয়াত ইকরামা ইবনে আবূ জাহ্লের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে; যে বৎসর মক্কা মুকাররামা বিজিত হয়েছিলো, তখন তারা সমুদ্রের দিকে পলায়ন করেছিলো। সেখানে প্রতিকূল বাতাস তাদেরকে পেয়ে বসলো এবং তারা মহা বিপদের সম্মুখীন হলো। তখন ইকরামা বললেন,

যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তবে আমি অবশ্যই বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে তাঁর পবিত্র হাতে আমার হাত দিয়ে দেবো। অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য করবো।" আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করলেন। বাতাস বন্ধ হয়ে গেলো। অতঃপর ইকরামা মক্কা মুকাররামার দিকে এসে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তিনি অতি নিষ্ঠাবান হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিলো, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করেনি। তাদের সম্পর্কে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হচ্ছে–

টীকা-৬২. অর্থাৎ হে মক্কাবাসীগণ!

টীকা-৬৩. ক্বিয়ামত-দিবসে প্রত্যেক মানুষ 'নাফ্সী, নাফ্সী' বলতে থাকবে। আর পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার উপকার করতে পারবে না। না কাফিরদেরকে তাদের মুসলিম সন্তানগণ কোন উপকার করতে পারবে, না মুসলমান মাতা-পিতা কাফির সন্তানদেরকে (রক্ষা করতে পারবে)।

টীকা-৬৪. এমন দিন অবশ্যই আসবে এবং পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ ও কর্মফল প্রদানের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।

টীকা-৬৫. যার সমস্ত নি'মাত ও স্বাদ ধ্বংসশীল। সুতরাং সেগুলোর প্রতি আসক্ত হয়ে যেন ঈমানের নি'মাত থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাও!

টীকা-৬৬. অর্থাৎ শয়তান দূর-দূরান্তের আশা-আকাংখায় ফেলে যেন বিপদসমূহের শিকার করিয়ে না বসে।

টীকা-৬৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত হারিস ইবনে 'আমরের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। আর বলেছিলো "আমি ক্ষেতে ফসল বপন করেছি। বলুন, বৃষ্টি কবে বর্ষিত হবে? আমার স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা। আমাকে বলে দিন যে, তার গর্ভে কি আছে– পুত্র, না কন্যা? এ কথা তো আমার জানা আছে যে, আমি গতকাল কি করেছি। এ কথা আমাকে বলে দিন যে, আমি আগামীকাল কি করবো? একথাও জানি যে, আমি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছি। এ কথা বলুন যে, আমি কোথায় মরবো?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৬৮. যাকে ইচ্ছা করেন; আপন ওলীগণ ও আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্য থেকে। তাঁদেরকে উক্তসব বিষয়ে অবহিত করেন।

এ আয়াতে যে পাঁচ বিষয়ের জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই সম্পৃক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে 'সূরা জিন'-এর মধ্যে এরশাদ হয়েছে–

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ-

(অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং তিনি আপন অদৃশ্য বিষয়াদিকে প্রকাশ করেন না, কিন্তু তাঁরই নিকট, যাকে তিনি রসূল থেকে মনোনীত করেন।) মোটকথা এ যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত উক্তসব বস্তুর জ্ঞান অন্যকারো নিকট নেই। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন প্রিয় বান্দাদের মধ্যে যাঁকে চান তা বলে দেন। বস্তুতঃ তাঁর মনোনীত রসূলগণকে অবহিত করার খবর খোদ্ তিনিই 'সূরা-ই-জিন্' এর মধ্যে দিয়েছেন।

সারকথা এ যে, অদৃশ্যজ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার সাথে খাস্ এবং নবী ও অলীগণকে অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার শিক্ষাদানের মাধ্যমে যথাক্রমে, মু'জিযা ও কারামত সূত্রে দান করা হয়। এটা উক্ত 'খাস-হওয়ার' পরিপন্থী নয় এবং বহু সংখ্যক আয়াত ও হাদীস এর প্রমাণ বহন করে।

বৃষ্টিবর্ষণের সময়, মাতৃগর্ভে কি আছে, আগামী কাল কি করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে– এসব বিষয়ের খবর বহুলাংশে নবী ও ওলীগণ দিয়েছেন এবং তা ক্বোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামকে ফিরিশ্তারা হযরত ইসহাক্ব আলায়হিস্ সালামের জন্মলাভ করার, হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালামকে হযরত ইয়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামের জন্মলাভ করার এবং হযরত মারয়ামকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের জন্মলাভ করার খবর দিয়েছেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, ঐ ফিরিশতাগণও পূর্ব থেকে জানতেন যে, ঐসব মাতৃগর্ভে কি রয়েছে এবং ঐ সব হযরতও জানেন, যাঁদেরকে ফিরিশ্তাগণ অবহিত করেছিলেন। বস্তুতঃ ঐ সবের জ্ঞান ক্বোরআন করীম থেকে প্রমাণিত। সুতরাং আয়াতের অর্থ নিঃসন্দেহে এ যে, 'আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অবহিত করা ব্যতীত কেউ জানেনা।' এর এ অর্থ নেয়া যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বলে দিলেও কেউ জানেনা'- নিছক বাতিল এবং শত শত আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী। (খাযিন, বায়দাভী, আহ্মদী ও রূহুল বয়ান ইত্যাদি।) ★

৩৩. হে লোকেরা (৬২)! আপন প্রতিপালককে ভয় করো এবং ঐ দিনকে ভয় করো, যেদিন কোন পিতা আপন সন্তানের উপকারে আসবে না এবং না কোন উপযুক্ত সন্তান তার পিতার কোন উপকারে আসবে (৬৩)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য (৬৪)। সুতরাং তোমাকে যেন কিছুতেই প্রতারিত না করে পার্থিব জীবন (৬৫)। এবং কিছুতেই যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সহনশীলতার সুবাদে প্রবঞ্চিত না করে ঐ বড় প্রবঞ্চক (৬৬)।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ۖ وَلَا مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ٙ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

৩৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান (৬৭) এবং বর্ষণ করেন বৃষ্টি এবং জানেন যা কিছু মায়েদের গর্ভে রয়েছে, আর কোন আত্মা জানেনা যে, কাল কি উপার্জন করবে এবং কোন আত্মা জানেনা যে, কোন্ ভূ-খণ্ডে মৃত্যুবরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, সব বিষয়ে খবরদাতা (৬৮)। ★

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْاَرْحَامِ ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ؕ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌۢ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝ ع

******

★ 'সূরা লোক্বমান' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা সাজ্‌দাহ্' মক্কী; তিনটি আয়াত ব্যতীত; যেগুলো فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا থেকে আরম্ভ হয়। এ সূরায় ত্রিশটি আয়াত, তিনশ আশিটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশ আঠারটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন করীমকে; মু'জিযারূপে। এ ভাবে যে, সেটার মতো একটা সূরা কিংবা ছোট্ট একটি বাক্য রচনা করতে সমস্ত আরবী সাহিত্য বিশারদ ও পণ্ডিত অক্ষমই থেকে গেলো।

টীকা-৩. অর্থাৎ মুশরিকগণ যে, এ পবিত্র কিতাব,

টীকা-৪. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের?

টীকা-৫. 'এমন লোকগণ' দ্বারা 'ফাৎরাত-যুগের' লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। ঐ সময়টা ছিলো হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের পর থেকে নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবীরূপে প্রেরিত হওয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এ যুগে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন রসূল আগমন করেননি।

টীকা-৬. যেমনই 'ইস্তিওয়া' (সমাসীন হওয়া) তাঁর জন্য শোভা পায়।

টীকা-৭. অর্থাৎ হে কাফিরদের দল! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন না করলে এবং ঈমান না আনলে, না তোমরা কোন সাহায্যকারী পাবে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে, না কোন সুপারিশকারী, যে তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করবে।

টীকা-৮. অর্থাৎ দুনিয়ার, ক্বিয়ামত পর্যন্ত যে সব কাজ সম্পাদিত হবে সব কাজের, তাঁরই হুকুম ও নির্দেশ এবং স্বীয় ফয়সালা দ্বারা,

টীকা-৯. নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা, দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পর

টীকা-১০. অর্থাৎ দুনিয়ার দিনগুলোর হিসেবে। আর ঐ দিন হচ্ছে 'ক্বিয়ামত-দিবস'। ক্বিয়ামত-দিবসের দীর্ঘতা কোন কোন কাফিরের জন্য হাজার বছরের সমান হবে। কারো কারো জন্য পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। যেমন 'সূরা মা'আরিজ'-এ এরশাদ হয়েছে- تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ অর্থাৎ- "ফিরিশ্‌তাগণ, বিশেষ করে জিব্রাঈল তাঁর দিকে আরোহণ করবে এমন এক ভয়ানক দিনের মধ্যে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর।" আর মু'মিনের জন্য ঐ দিবসটা একটা ফরয নামাযের সময় অপেক্ষাও হাল্কা হবে, যা সে দুনিয়ার পড়তো। যেমন- হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে।

সূরা সাজ্‌দাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা সাজ্‌দাহ্ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৩০ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

১. আলিফ লা-ম মী-ম। — الٓمّٓ ①

২. কিতাব অবতীর্ণ করা (২) নিশ্চয় বিশ্ব-প্রতিপালকের নিকট থেকেই। — تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ②

৩. তারা কি বলে (৩), 'তাঁরই রচিত (৪)?' (তা নয়,) বরং সেটাই সত্য- আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যেন আপনি সতর্ক করেন এমন সব লোককে, যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি (৫), এ আশায় যে, তারা সৎপথপ্রাপ্ত হবে। — اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰىهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ③

৪. আল্লাহ্ হন, যিনি আস্‌মান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশের উপরে 'ইস্তিওয়া' ফরমায়েছেন (৬)। তাঁকে ছেড়ে তোমাদের না আছে কোন সাহায্যকারী এবং না আছে কোন সুপারিশকারী (৭)। তবে কি তোমরা ধ্যান করছো না? — اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④

৫. কাজের ব্যবস্থাপনা করেন আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত (৮), অতঃপর তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে (৯) ঐ দিন, যার পরিমাণ হাজার বছর তোমাদের হিসেবে (১০)। — يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ⑤

৬. এ (১১)-ই হন প্রত্যেক গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, সম্মানি ও করুণাময়। — ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥

৭. তিনিই, যিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন (১২) এবং মানব- — الَّذِيْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ

টীকা-১১. মহামহিম স্রষ্টা, কর্ম ব্যবস্থাপক।

টীকা-১২. 'হিকমত' বা প্রজ্ঞার চাহিদা মোতাবেক সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক প্রাণীকে ঐ আকৃতি দিয়েছেন, যা সেটার জন্য উত্তম হয়। আর তাকে এমন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন, যেগুলো তার জীবিকা উপার্জনের জন্য যথোপযুক্ত।

টীকা-১৩. হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে তা থেকে সৃষ্টি করে।

টীকা-১৪. অর্থাৎ বীর্য থেকে।

টীকা-১৫. এবং সেটাকে অনুভূতিহীন ও প্রাণহীন থাকার পর অনুভূতি সম্পন্ন ও প্রাণসম্পন্ন করেছেন।

টীকা-১৬. যাতে তোমরা শোনো, দেখো ও অনুধাবন করতে পারো।

خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝٧

জাতির সৃষ্টির সূচনা মাটি থেকে করেছেন (১৩)।

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝٨

৮. অতঃপর তার বংশ সৃষ্টি করেন এক তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে (১৪)।

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ۝٩

৯. অতঃপর সেটাকে সুঠাম করেছেন তাতে তাঁর নিকট থেকে রূহ ফুঁকেছেন (১৫) এবং তোমাদেরকে কান ও চক্ষুসমূহ এবং অন্তর দান করেছেন (১৬)। কতই অল্প কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো!

وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝١٠

১০. এবং বললো (১৭), 'আমরা যখন মাটিতে মিশে যাবো (১৮) তবুও কি আমরা নতুন করে সৃষ্ট হবো?' বরং তারা আপন প্রতিপালকের সম্মুখে হাযির হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করে (১৯)।

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝١١

১১. আপনি বলুন, 'তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে (২০)। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে (২১)।

রুকূ' - দুই

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝١٢

১২. এবং কখনো আপনি দেখবেন, যখন অপরাধী (২২) আপন প্রতিপালকের নিকট মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে থাকবে (২৩), 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখেছি (২৪) এবং শুনেছি (২৫); আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করো, যাতে আমরা সৎকাজ করি, আমাদের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গেছে (২৬)।'

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

১৩. এবং আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেটার প্রতি পথ দেখাতাম (২৭), কিন্তু আমার বাণী অবধারিত হয়ে গেছে যে, অবশ্যই আমি জাহান্নামকে ভর্তি করবো

টীকা-১৭. পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীগণ,

টীকা-১৮. এবং মাটি হয়ে যাবো এবং আমাদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ মাটিতে একেবারে বিলীন হয়ে যাবে,

টীকা-১৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও জীবিত হবার বিষয়কে অস্বীকার করে। তারা এমন চরমে পৌঁছেছিলো যে, শেষ পরিণতির সমস্ত বিষয়কে অস্বীকার করে বসে; এমনকি প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকেও।

টীকা-২০. ঐ ফিরিশ্‌তার নাম আয্‌রাঈল আলায়হিস্ সালাম এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে রূহসমূহ হনন করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি আপন দায়িত্ব পালনে কোনরূপ অলসতা করেন না। যার মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন কোনরূপ দ্বিধা ছাড়াই তার রূহ হনন করে নেন। বর্ণিত আছে যে, 'মালাকুল মাওত' বা মৃত্যুর ফিরিশ্‌তার জন্য এই পৃথিবীকে হাতের তালুর মতো ছোট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তিনি পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মাখলূকের রূহসমূহ বিনা কষ্টেই হনন করে নেন। আর রহমত ও আযাবের বহু ফিরিশ্‌তা তাঁর অধীনে নিয়োজিত রয়েছেন।

টীকা-২১. এবং হিসাব-নিকাশের জন্য জীবিত করে তোমাদেরকে উঠানো হবে।

টীকা-২২. অর্থাৎ কাফির ও মুশ্‌রিক (অংশীবাদী)গণ।

টীকা-২৩. আপন কার্যাদির জন্য লজ্জিত হয়ে; আর আরয করতে থাকবে,

টীকা-২৪. মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া এবং তোমার প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকির সত্যতা, যেগুলো আমরা দুনিয়ার মধ্যে অবিশ্বাস করতাম।

টীকা-২৫. তোমার নিকট, তোমার রসূলগণের সত্যবাদিতা। সুতরাং এখন দুনিয়ার;

টীকা-২৬. 'এবং এখন আমরা ঈমান এনেছি।' কিন্তু ঐ সময়ের ঈমান আনা তাদের কোন উপকারে আসবেনা।

টীকা-২৭. এবং তার জন্য সেটাকে এতই সহজ-সরল করতাম যে, যদি সে সেটা অবলম্বন করতো তবে সঠিক পথের দিশা পেতো; কিন্তু আমি তেমন করিনি। কেননা, আমি কাফিরদের সম্পর্কে জানতাম যে, তারা কুফরকেই অবলম্বন করবে।

টীকা-২৮. যারা কুফর অবলম্বন করেছে। আর যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন জাহান্নামের দারোগা তাদেরকে বলবে–

টীকা-২৯. এবং পৃথিবীতে ঈমান আনোনি।

টীকা-৩০. শাস্তির মধ্যে। এখন তোমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করা হবে না।

টীকা-৩১. বিনয় ও বিনম্র হৃদয়ে এবং ইসলামের নি'মাতের উপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে।

টীকা-৩২. অর্থাৎ আরামের নিদ্রার বিছানাসমূহ থেকে উঠে যায় এবং আপন সুখ-শান্তি বর্জন করে

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ۝١٣

فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ إِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝١٤

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ۝١٥

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ۚ وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝١٦

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٧

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۭ لَا يَسْتَوٗنَ ۝١٨

أَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَأْوٰى ۡ نُزُلًۢا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٩

وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوٰىهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَآ أَرَادُوْٓا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ أُعِيْدُوْا فِيْهَا

ঐসব জিন্‌ ও মানব– উভয় দ্বারা (২৮)।

১৪. 'এখন স্বাদ গ্রহণ করো এরই পরিণামে যে, তোমরা তোমাদের এ দিনের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়েছিলে (২৯)। আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিয়েছি (৩০), এখন স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকো– নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল!'

১৫. আমার আয়াতসমূহের উপর কেবল তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে যখনই সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সাজ্‌দায় লুটিয়ে পড়ে (৩১) এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং অহংকার করেনা।

১৬. তাদের পার্শ্বদেশগুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে (৩২) এবং আপন প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে (৩৩) এবং আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান-খয়রাত করে।

১৭. সুতরাং কোন ব্যক্তির জানা নেই যে নয়নাভিরাম তাদের জন্য লুক্কায়িত রাখা হয়েছে (৩৪) পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মের (৩৫)।

১৮. তবে কি যে ঈমানদার সে তারই মতো হয়ে যাবে, যে নির্দেশ অমান্যকারী (৩৬)? এরা সমান নয়।

১৯. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য বসবাস করার বাগান রয়েছে, তাদের কৃত কর্মসমূহের বিনিময়ে আপ্যায়নরূপে (৩৭)।

২০. রইলো ঐ সমস্ত লোক, যারা নির্দেশ অমান্যকারী (৩৮), তাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে। এটা 'তাহাজ্জুদ নামায্‌' সম্পন্নকারীদের অবস্থার বিবরণ।

শানে নুযূলঃ হযরত আনাস্‌ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "এ আয়াতটি আমরা, আন্‌সারীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু, আমরা মাগরিবের নামায আদায় করে আমাদের বাসস্থানগুলোর দিকে আস্‌তাম না যতক্ষণ পর্যন্ত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায সম্পন্ন করে নিতাম না।"

টীকা-৩৪. যা দ্বারা তারা শান্তি পাবে এবং তাদের নয়ন জুড়াবে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ ঐসব ইবাদত-বন্দেগীর, যেগুলো তারা দুনিয়ায় সম্পন্ন করেছে।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ কাফির।

শান নুযূলঃ হযরত আলী মুরতাদা কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহুল করীম-এর সাথে ওয়ালীদ ইবনে ওক্‌বা ইবনে আবী মু'ঈত কোন বিষয়ে তর্ক করছিলো। কথোপকথনের মধ্যখানে এক পর্যায়ে সে বললো, "চুপ থাকো! তুমি ছেলে মানুষ! আমি বৃদ্ধলোক, আমি খুব ধৃষ্টলোক হই। আমার বর্শার ফলা তোমার চাইতে অধিক ধারাল। আমি তোমার চেয়ে অধিক সাহসী। আমার দলও খুব ভারী।" হযরত আলী মুরতাদা কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহুল করীম বললেন, "চুপ কর্‌! তুই ফাসিক!" উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "যেসব কথার উপর তুই গর্ব করছিস্‌, মানুষের জন্য সেগুলোর কোনটাই প্রশংসাযোগ্য নয়। ইনসানের শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হচ্ছে ঈমান ও তাক্বওয়ার মধ্যে। যে ঐ সম্পদ অর্জন করতে পারেনি সে চূড়ান্ত পর্যায়ের হীন লোক। কাফির মু'মিনের সমমর্যাদার হতে পারে না।" আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা হযরত আলী মুরতাদা কার্‌রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজ্‌হাহুল করীম-এর সমর্থনে এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে 'জান্নাতুল মা'ওয়া'য় মর্যাদা ও সম্মানের সাথে আতিথ্য করা হবে।

টীকা-৩৮. অবাধ্য কাফির,

টীকা-৩৯. পৃথিবীতেই হত্যা ও গ্রেফতারী, দুর্ভিক্ষ ও রোগ-ব্যাধি ইত্যাদিতে আক্রান্ত করে। সুতরাং অনুরূপই সংঘটিত হয়েছে। হুযূরের হিজরতের পূর্বে ক্বোরাঈশগণ রোগ-ব্যাধি ও বিভিন্ন বিপদে আক্রান্ত হয় এবং হিজরতের পর বদরের যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয়েছে ও বহু লোক গ্রেফতার হয়েছে। দীর্ঘ সাত বছর দুর্ভিক্ষের এমন কঠিন বিপদে মশগুল হয়েছিলো যে, হাড়সমূহ এবং মৃত ও কুকুরের মাংস পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিলো।

টীকা-৪০. অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তির পূর্বে।

টীকা-৪১. এবং নিদর্শনাদিতে চিন্তা-ভাবনা করেনি এবং সেগুলোর সুস্পষ্টতা ও পথ-প্রদর্শন থেকে উপকার গ্রহণ করেনি এবং ঈমান এনে ধন্য হয়নি।

وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي
كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

আর তাদেরকে বলা হবে, 'আস্বাদন করো ঐ আগুনের শাস্তি, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।'

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ
الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾

২১. এবং অবশ্যই আমি তাদেরকে আস্বাদন করাবো কিছু নিকটস্থ শাস্তি (৩৯) ঐ মহাশাস্তির পূর্বে (৪০) যেটার প্রত্যক্ষকারী আশা করবে যে, এখনই ফিরে আসবে।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ
ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালিম কে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে সেগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (৪১)? নিশ্চয়, আমি অপরাধীদের থেকে বদলা নিয়ে থাকি।

রুকূ' - তিন

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن
فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব (৪২) দান করেছি, সুতরাং আপনি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না (৪৩)! এবং আমি তাকে (৪৪) বনী ইস্রাঈলের জন্য 'পথ-নির্দেশনা' করেছি।

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا
يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং আমি তাদের মধ্য থেকে (৪৫) কিছু সংখ্যক ইমাম করেছি, যারা আমার নির্দেশে পথ প্রদর্শন করতো (৪৬) যখন তারা ধৈর্য ধারণ করেলো (৪৭)। এবং তারা আমার আয়াত-সমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাস করতো।

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾

২৫. নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন (৪৮) ক্বিয়ামতের দিন যেসব বিষয়ে তারা বিরোধ করতো (৪৯)।

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم
مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

২৬. এবং তাদের (৫০) কি এতেও হিদায়ত হলো না যে, আমি তাদের পূর্বে কতো মানব গোষ্ঠীকে (৫১) ধ্বংস করেছি, আজ যাদের বাসস্থানগুলোতে এরা বিচরণ করছে (৫২)? নিশ্চয় নিশ্চয় এতে নিদর্শনাদি রয়েছে। তবে কি তারা শুনছেনা (৫৩)?

টীকা-৪২. অর্থাৎ তাওরীত।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের কিতাব লাভের মধ্যে, অথবা এ অর্থ যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে পাওয়া ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করবেন না। অতএব, মি'রাজ রাত্রিতে হুযূর আক্বদাস্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিলো। যেমন হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে অথবা তাওরীতকে।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ বনী-ইস্রাঈল থেকে।

টীকা-৪৬. লোকদেরকে, আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ পালন, আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন ও তাঁর শরীয়তের অনুসরণ এবং তাওরীতের বিধানাবলী পালন করার প্রতি। আর এ 'ইমামগণ' হলেন বনী-ইস্রাঈলের নবীগণ অথবা নবীগণের অনুসারীগণ।

টীকা-৪৭. আপন দ্বীনের উপর এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আগত বিপদাপদের উপর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে- ধৈর্যের ফল 'ইমামত ও নেতৃত্ব লাভ করা'।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ নবীগণের মধ্যে ও তাঁদের উম্মতগণের মধ্যে। অথবা মু'মিনগণ ও মুশ্‌রিকগণের মধ্যে।

টীকা-৪৯. ধর্মীয় বিষয়াদি থেকে এবং হক ও বাতিল (সত্য ও মিথ্যা)-পন্থীদেরকে পৃথক পৃথক করে আলাদা করে দেবেন।

টীকা-৫০. অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে।

টীকা-৫১. কতগুলো উম্মতকে। যেমন- 'আদ, সামূদ ও লূত সম্প্রদায়।

টীকা-৫২. অর্থাৎ মক্কাবাসীগণ, যখন ব্যবসার পরম্পরায় সিরিয়া সফর করে, তখন উক্তসব লোকের বাসস্থান ও শহরসমূহ অতিক্রম করে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পায়।

টীকা-৫৩. যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সৎপথ অবলম্বন করে।

টীকা-৫৪. যাতে গাছপালা ও তৃণলতার নামগন্ধও নেই।

টীকা-৫৫. চতুষ্পদ প্রাণীসমূহ (আহার করে) ভূসি এবং নিজেরা শস্য।

টীকা-৫৬. যেন তারা এটা দেখে আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে প্রমাণ স্থির করে এবং অনুধাবন করে যে, যেই সত্য সর্ব-শক্তিমান সত্তা শুষ্ক ভূমি থেকে ক্ষেতের শস্য উদ্গত করতে সক্ষম, মৃতকে জীবিত করা তাঁর ক্ষমতা বহির্ভূত হবে কেন?

টীকা-৫৭. মুসলমানগণ বলতেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন এবং বাধ্য ও অবাধ্যদেরকে তাদের কর্মানুসারে প্রতিদান দেবেন।" এতে তাঁদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "আমাদের উপর দয়া ও করুণা প্রদর্শন করবেন এবং কাফির ও মুশরিকদেরকে শাস্তিতে লিপ্ত করবেন।" এর জবাবে কাফিরগণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ সূত্রে বলতো, "এ ফয়সালা কবে হবে এবং এর সময় কখন আসবে?" আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৫৮. যখন আল্লাহ্র শাস্তি অবতীর্ণ হবে

টীকা-৫৯. 'তাওবা' করার ও 'ওযর-আপত্তি' পেশ করার। 'মীমাংসার দিবস' দ্বারা হয়ত রোজ ক্বিয়ামত বুঝায়, অথবা 'মক্কা বিজয়ের দিন' অথবা 'বদরের যুদ্ধের দিন'। প্রথমোক্ত অভিমতানুসারে, যদি 'রোজ ক্বিয়ামত' ধরে নেয়া হয়, তা হলে তাদের ঈমান দ্বারা উপকৃত না হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা, ঐ ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যা দুনিয়াতেই হয়; কিন্তু দুনিয়া থেকে বের হবার পর না ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে, না ঈমান আনার জন্য দুনিয়ায় ফিরে আসা সম্ভবপর হবে। আর যদি 'ফয়সালার দিন' মানে 'বদরের যুদ্ধ' বা 'মক্কা বিজয়ের দিন' হয় তাহলে অর্থ এ দাঁড়াবে যে, যখন শাস্তি এসে যাবে এবং তারা নিহত হতে থাকবে, তখন নিহত হবার সময় না তাদের 'ঈমান আনা' গ্রহণযোগ্য হবে এবং না শাস্তিকে বিলম্বিত করে তাদেরকে সুযোগ দেয়া হবে। সুতরাং যখন মক্কা-মুকার্‌রামাহ্ বিজিত হলো, তখন 'বনী-কিনানাহ্' গোত্রের লোকেরা পলায়ন করলো। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন তাদেরকে অবরোধ করলেন, আর তারাও দেখলো যে, এখন হত্যা মাথার উপর এসে পড়েছে, প্রাণ রক্ষার কোন আশাই বাকী রইলো না, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলো। হযরত খালিদ তা গ্রহণ করলেন না; বরং তাদেরকে হত্যাই করে ফেললেন। (জুমাল ইত্যাদি)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং তারা কি দেখে না যে, আমি পানি প্রেরণ করি শুষ্ক ভূমির প্রতি (৫৪) অতঃপর তা থেকে শস্য উদ্গত করি, যা থেকে তাদের চতুষ্পদ প্রাণীগুলো এবং তারা নিজেরা আহার করে (৫৫)? তবে কি তারা লক্ষ্য করে না (৫৬)?

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং তারা বলে, 'এ মীমাংসা কবে হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৫৭)!'

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾

২৯. আপনি বলুন, 'মীমাংসার দিনে (৫৮) কাফিরদেরকে তাদের ঈমান আনা উপকৃত করবে না এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে (৫৯)।'

فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন (৬০); নিশ্চয় তাদেরকেও অপেক্ষা করতে হবে (৬১)। ★

টীকা-৬০. তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবার।

টীকা-৬১. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে এ সূরাটা অর্থাৎ 'সূরা সাজ্‌দাহ্' ও 'সূরা দাহ্‌র' পড়তেন।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ সূরা ও 'সূরা তাবা-রাকাল্লাযী বিয়া'দিহিল মুল্‌ক' না পড়তেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন না।

হযরত ইবনে মাস্‌ঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন– 'সূরা সাজদাহ্' কবরের আযাব' থেকে রক্ষা করে। (খাযিন ও মাদারিক) ★

****

★ 'সূরা সাজদাহ্' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা আহ্‌যাব' মাদানী। এ'তে নয়টি রুকূ', তিয়াত্তরটি আয়াত, এক হাজার দু'শ আশিটি পদ এবং পাঁচ হাজার সাতশ নব্বইটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ আমার নিকট থেকে সংবাদদাতা, আমার রহস্যাদির আমানতদার এবং আমার পয়গাম আমার প্রিয় বান্দাদের নিকট প্রচারকারী। আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে " يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ " (হে নবী!) বলে সম্বোধন করেছেন, যার অর্থ এ-ই যে, যাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁকে পবিত্র নাম নিয়ে 'ইয়া মুহাম্মদ" বলে সম্বোধন করেননি, যেমনিভাবে, অন্যান্য নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে সম্বোধন করেছেন। এতে উদ্দেশ্য তাঁর মহত্ব, তাঁর সম্মান এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করা।' (মাদারিক)

টীকা-৩. শানে নুযূলঃ আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব, ইক্‌রামা ইবনে আবূ জাহ্‌ল এবং আবুল আ'ওয়ার সালামী উহুদের যুদ্ধের পর মদীনা তৈয়্যবায় আসলো আর মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূলের নিকট অবস্থান করলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য নিরাপত্তা লাভ করে তারা বললো, "আপনি লা-ত, ওয্‌যা ও মানাত ইত্যাদি মূর্তি সম্পর্কে, যেগুলোকে মুশরিকগণ তাদের উপাস্য মনে করে, কিছুই বলবেন না। শুধু এ টুকুই বলে দিন যে, সে গুলোর সুপারিশ সেগুলোর পূজারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য। আর আমরাও আপনার এবং আপনার প্রতিপালক সম্বন্ধে কিছুই বলবো না।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের এ প্রস্তাব অত্যন্ত অপছন্দনীয় হলো এবং মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা করলেন। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হত্যার অনুমতি দিলেননা। আর এরশাদ ফরমালেন, "আমি তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছি। এ কারণে, তাদেরকে হত্যা করো না; বরং মদীনা শরীফ থেকে বের করে দাও।"

সূরা আহ্‌যাব

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সূরা আহ্‌যাব মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৩ রুকূ'-৯

রুকূ' - এক

১. হে অদৃশ্যের সংবাদসমূহ বর্ণনাকারী (নবী) (২)! আল্লাহ্‌র এভাবেই ভয় রাখুন! এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা শুনবেন না (৩); নিশ্চয় আল্লাহ্ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١﴾

২. এবং সেটারই অনুসরণ করুন, যা আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি ওহী করা হয়। হে লোকেরা! আল্লাহ্ তোমাদের কাজ দেখছেন।

وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

৩. আর হে মাহবূব! আপনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখুন! এবং আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট কর্ম-ব্যবস্থাপক হিসেবে।

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

৪. আল্লাহ্ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি (৪) এবং তোমাদের ঐ সমস্ত স্ত্রীকে,

مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ

সুতরাং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে বের করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। এ'তে সম্বোধনতো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাঁর উম্মতকে সম্বোধন করা। অর্থাৎ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপত্তা দিয়েছেন, তখন তোমরা সেটা যথাযথভাবে পালন করো এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের ইচ্ছা করো না, আর কাফির ও মুনাফিকদের শরীয়ত বিরোধী কথা মেনে নিওনা।

টীকা-৪. যে, একটার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় থাকবে আর অপরটার মধ্যে অন্য কারো! যখন একটা মাত্র হৃদয় রয়েছে, তখন যেন শুধু আল্লাহ্‌কেই ভয় করে।

শানে নুযূলঃ আবূ মা'মার হামীদ ফাহরীর স্মরণশক্তি প্রখর ছিলো; যা শুনতো তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতো। ক্বোরাঈশরা বললো, "তার মধ্যে দু'টি অন্তর রয়েছে। এ কারণেতো তার স্মরণশক্তি এতোই প্রবল।" সে নিজেও বলতো যে, তার মধ্যে দু'টি হৃদয় আছে এবং প্রত্যেকটার মধ্যেই হযরত (বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা অধিক জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে।" যখন বদরের যুদ্ধে মুশরিকগণ পলায়ন করলো, তখন আবূ মা'মার এভাবেই পলায়ন করলো যে, একটা জুতা তার হাতে ছিলো, অপরটা পায়ে। আবূ সুফিয়ানের সাথে তার সাক্ষাত হলো। তখন আবূ সুফিয়ান বললো, "কি অবস্থা?" সে বললো, "লোকেরা পলায়ন করেছে।" তখন আবূ সুফিয়ান বললো, "তোমার একটা জুতা হাতে আরেকটা পায়ে কেন?" বললো, "এর তো আমার খবরই নেই। আমি তো এটাই মনে করেছি যে, আমার উভয় জুতোই পায়ে রয়েছে।" তখনই ক্বোরাঈশ বুঝতে পারলো যে, দু'টি অন্তর থাকলে যেই জুতোটি হাতে নিয়েছিলো তা ভুলে যেতো না।

অপর এক অভিমত এ যে, মুনাফিকগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে দু'টি অন্তর রয়েছে বলে মন্তব্য করতো আর বলতো তাঁর একটি অন্তর আমাদের সাথে আছে, অপরটা তাঁর সাহাবীদের সাথে।

তাছাড়া, অন্ধকার যুগে যখন কেউ আপন স্ত্রীর সাথে 'যিহার' করতো, (অর্থাৎ আপন স্ত্রীর কোন প্রধান অঙ্গকে মা-বোন ইত্যাদি মুহাররামাতের অঙ্গের সাথে তুলনা করতো,) তখন তারা এ 'যিহার'-কে 'তালাক্' বলতো। আর ঐ স্ত্রীকে তার 'মা' বলে স্থির করতো। যখন কেউ কাউকেও পুত্র বলে ফেলতো তখন তাকে প্রকৃত পুত্র স্থির করে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতো। আর যাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, তার স্ত্রীকে নিজের জন্য স্বীয় ঔরশজাত পুত্রের স্ত্রীর মতো হারাম জানতো। এ সব ক'টির রদ্ বা খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৫. অর্থাৎ 'যিহার'-এর কারণে স্ত্রী মায়ের মতো হারাম হয়ে যায়না। 'যিহার' বলে- বিবাহকৃত স্ত্রীকে এমন কোন মেয়ে লোকের সাথে তুলনা করা, যে সর্বদাই হারাম। আর ঐ তুলনাও এমন অঙ্গের সাথে করা হয় যা দেখা এবং স্পর্শ করা বৈধ নয়। যেমন কেউ আপন স্ত্রীকে এ কথা বললো, 'তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠ অথবা পেটের ন্যায়'। তখন সে 'যিহারকারী' হয়ে গেলো।

মাস্আলাঃ 'যিহার'-এর কারণে 'বিবাহ বন্ধন' বাতিল বা চূড়ান্তভাবে ছিন্ন হয়না; কিন্তু 'কাফ্ফারা' আদায় করা আবশ্যকীয় হয়ে যায়। 'কাফ্ফারা' আদায় করার পূর্বে স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা এবং তার সাথে যৌন মিলন না করা অত্যাবশ্যকীয়।

মাস্আলাঃ **'যিহারের কাফ্ফারা'** হচ্ছে- 'একটা ক্রীতদাস আযাদ করা'। এটা সম্ভব না হলে পরপর দু'মাস রোজা পালন করা। এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিস্কীনকে দু'বেলা আহার করানো।

মাস্আলাঃ 'কাফ্ফারা' আদায় করার পর স্ত্রীর নিকট যাওয়া এবং যৌনমিলন হালাল হয়ে যায়।

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓیِٔ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ ﴿۴﴾

যাদেরকে তোমরা মায়ের সমান বলে দাও, তোমাদের জননী করেননি (৫); আর তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকেও তোমাদের পুত্র করেননি (৬)। এ'তো তোমাদের মুখের কথা (৭)। আর আল্লাহ্ সত্য বলেন এবং তিনিই সৎপথ দেখান (৮)।

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ

৫. তাদেরকে তাদের প্রকৃত পিতারই বলে ডাকো (৯); এটা আল্লাহ্র নিকট অধিক ন্যায়সংগত। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতা সম্বন্ধে না জানো (১০), তবে তারা ধর্মে তোমাদের ভাই এবং মানব হিসেবে তোমাদের চাচাত ভাই (১১) এবং তোমাদের উপর এর মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই, যা অজানাবশতঃ তোমাদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে (১২); তবে হাঁ, তা-ই পাপ, যা অন্তরের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন

টীকা-৬. যদিও তাদেরকে লোকেরা তোমাদের পুত্র বলে থাকে।

টীকা-৭. অর্থাৎ বিবিকে মায়ের মতো বলা এবং পোষ্যপুত্রকে 'পুত্র' বলা অবাস্তব কথা। না স্ত্রী মা হতে পারে, না অপরের সন্তান স্বীয় পুত্র। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত যয়নাব বিনতে জাহ্শকে বিবাহ্ করলেন, তখন ইহুদী ও মুনাফিকগণ সমালোচনার মুখ খুললো আর বললো, "(হযরত) মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন পুত্র যায়দের বিবির সাথে বিবাহ্ করেছেন।" কেননা, প্রথমে হযরত যয়নাব 'যায়দ'-এর বিবাহাধীন ছিলেন। আর হযরত যায়দ উম্মুল মু'মিনীন হযরত খদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি তাঁকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দান করেছিলেন। অতঃপর হুযূর (দঃ) তাঁকে আযাদ করে দিয়েছিলেন। তবুও তিনি আপন পিতার নিকট যাননি। হুযূরের সেবায়ই নিয়োজিত থেকে যান। হুযূর তাঁকে খুব স্নেহ ও দয়া করতেন। এ কারণে লোকেরা তাঁকে হুযূরের সন্তান বলতে লাগলো। এ কারণে তিনি তো হুযূরের প্রকৃত পুত্র হয়ে যাননি। বস্তুতঃ ইহুদী ও মুনাফিকদের সমালোচনা নিছক ভুল ও অযথা ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ঐসব সমালোচনাকারীদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করলেন এবং তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন।

টীকা-৮. সত্যের। এ কারণে পোষ্যপুত্রদেরকে তাদের পালনকারীদের পুত্র সাব্যস্ত করোনা; বরং

টীকা-৯. যাদের ঔরশে তারা জন্মলাভ করেছে;

টীকা-১০. এবং সে কারণে তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ত করতে না পারো,

টীকা-১১. তবে, তোমরা তাদেরকে ভাই বলো এবং সে যার পোষ্য তার পুত্র বলো না,

টীকা-১২. নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পূর্বে। অথবা এ অর্থ যে, যদি তোমরা পোষ্যগণকে ভুলবশতঃ ও অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের পালনকারীদের সন্তান বলে ফেলো, অথবা অপর কোন লোকের সন্তানকে নিছক জিহ্বা ফসকে যাবার কারণে পুত্র বলে থাকো, তাহলে এসব অবস্থায় গুনাহ্ নেই।

টীকা-১৩. নিষিদ্ধ ঘোষণার পর।

টীকা-১৪. দুনিয়া ও দ্বীনের সমস্ত বিষয়ে; এবং নবীর নির্দেশ তাদের উপর কার্যকর; নবীর আনুগত্য ওয়াজিব এবং নবীর নির্দেশের মুকাবিলায় 'নাফ্স' বা রিপুর কামনা বর্জন করা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যকীয়। অথবা এ অর্থ যে, নবী মু'মিনদের উপর তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক দয়া ও মেহেরবাণী এবং করুণা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন এবং তা অধিকতর উপকারী। ★

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, প্রত্যেক মু'মিনের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আমি সর্বাপেক্ষা উত্তম। যদি চাও তাহলে এ আয়াত পাঠ করো- اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ ; হযরত ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 'ক্বিরআত'-এ مِنْ اَنْفُسِهِمْ -এরপর وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ -ও রয়েছে (অর্থাৎ তিনি তাদের পিতা।)

মুজাহিদ বলেন যে, সমস্ত নবী আপন আপন উম্মতের জন্য পিতা হয়ে থাকেন এবং এই আত্মীয়তার কারণে মুসলমানগণকে পরস্পর ভাই বলা হয়। যেহেতু তারা আপন নবীরই দ্বীনী সন্তান।

টীকা-১৫. সম্মান ও মর্যাদায় এবং বিবাহ স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ায়। এতদ্ব্যতীত, অন্যান্য বিধানে, যেমন- উত্তরাধিকার ও পর্দা ইত্যাদিতে তাঁদের বেলায় ঐ বিধানই কার্যকর, যা পর-নারীরই (اجنبيه) বেলায় প্রযোজ্য। আর তাঁদের কন্যাগণকে মু'মিনদের বোন এবং তাঁদের ভাই ও বোনদেরকে মু'মিনদের (যথাক্রমে,) মামা ও খালা বলা যাবে না।

করো (১৩)। এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৬. এ নবী, মুসলমানদের, তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক মালিক (১৪), এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা (১৫)। আর নিকটাত্মীয়গণ আল্লাহ্র কিতাবের (বিধানের) মধ্যে একে অপরের চাইতেও নিকটতর (১৬) অন্যান্য মুসলমান ও মুহাজিরদের তুলনায় (১৭), কিন্তু এ যে, তোমরা আপন বন্ধু-বান্ধবদের উপকার করো (১৮)। এটা কিতাবের মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে (১৯)।

৭. এবং হে মাহবূব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (২০) এবং আপনার নিকট থেকে (২১)

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ⑤
اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ؕ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَفْعَلُوْۤا اِلٰۤى اَوْلِيٰٓئِكُمْ مَّعْرُوْفًا ؕ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا ⑥
وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

টীকা-১৬. পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ায়

টীকা-১৭. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, اُولِي الْاَرْحَامِ (নিকটাত্মীয়গণ) একে অপরের 'ওয়ারিস' হয়। কোন অনাত্মীয় (اجنبى) দ্বীনী ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে 'ওয়ারিস' (উত্তরাধিকারী) হয় না। ★★

টীকা-১৮. এ ভাবে যে, যে কোন লোকের জন্যই ইচ্ছা করো, কিছু ওসীয়ত করো। তখন এই ওসীয়ত শুধু এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পত্তিতে ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে কার্যকর করা হবে।

সারসংক্ষেপই এ যে, সর্বপ্রথমে ত্যাজ্য সম্পত্তি ذَوِى الْفُرُوْضِ (ঐ সমস্ত নিকটাত্মীয়, যাদের মীরাসের অংশ ক্বোরআন পাকে বর্ণিত হয়)-কে দেয়া হবে। এরপর পাবে عصبة (আসাবাগণ, অর্থাৎ ذَوِى الْفُرُوْضِ তাদের অংশ নেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির প্রাপকগণ)। অতঃপর نَسَبِى ذَوِى الْفُرُوْضِ (ঐসব স্বনংশীয় লোক, যাদের অংশ ক্বোরআন মজিদে নির্দ্ধারিত) -এর প্রতি 'রদ্দ' বা পুনর্বন্টন করা হবে। তারপর ذَوِى الْاَرْحَامِ (ঐ নিকটাত্মীয়গণ, যারা না আসাবা, না যাভীল ফুরূয')-কে দেয়া হবে। তারপর 'মাওলাল মুওয়ালাত'কে (مَوْلَى الْمُوَالَاة) ★★★ (তাফসীর-ই-আহ্মদী)।

টীকা-১৯. অর্থাৎ 'লওহ্-ই-মাহ্ফূয'-এ।

টীকা-২০. রিসালতের প্রচার এবং সত্য দ্বীনের প্রতি আহ্বান করার

টীকা-২১. বিশেষভাবে

★ আয়াতে উল্লেখিত ' اَوْلٰى ' শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিক মালিক, অধিক নিকটে, অধিক হকদার। এখানে এই তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- 'হুযূর প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিদ্যমান, প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে।" আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমান- لَقَدْ جَاۤءَكُمْ رَسُوْلٌ الخ অর্থাৎ নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের নিকট সম্মানিত রসূল তাশরীফ এনেছেন। একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূরের নির্দেশ প্রত্যেক মু'মিনের উপর বাদশাহ্ ও মাতা-পিতার চেয়েও বেশী কার্যকর। কারণ, হুযূর আমাদের সবার চেয়ে বেশী মালিক। অথবা এ অর্থ যে, 'হুযূর (দঃ) তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের চেয়েও অধিক শান্তি দাতা- দুনিয়া ও আখিরাতে। (নূরুল ইরফান)

★★ অর্থাৎ 'ঈমান' অথবা 'হিজরত'-এর সম্বন্ধের কারণে এখন আর 'মীরাস' পাওয়া যাবে না। ইতোপূর্বে 'ভ্রাতৃত্ব চুক্তি'র মাধ্যমেও মীরাস পাওয়া যেতো। এ আয়াত দ্বারা ঐ বিধান রহিত হতে থাকে।

★★★ ঐ বে-ওয়ারিশ ব্যক্তি, যে কারো সাথে এ শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় যে, সে আপদ-বিপদে সাহায্য করবে এবং মৃত্যুর পর তার ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হবে।

মাস্‌আলাঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ অন্যান্য নবীগণের পূর্বে করা তাঁদের সবার উপর তাঁর (দঃ) শ্রেষ্ঠত্বকে প্রকাশ করার জন্যই।

টীকা-২২. অর্থাৎ নবীগণকে, অথবা তাঁদের সত্যায়নকারীদেরকে।

টীকা-২৩. অর্থাৎ যা তাঁরা আপন সম্প্রদায়কে বলেছেন এবং তাদের নিকট প্রচার করেছেন তা জিজ্ঞাসা করা হবে।

অথবা মু'মিনগণকে, তাঁদের সত্যায়ন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।

অথবা এ অর্থ যে, নবীগণকে, যা তাঁদের উম্মতগণ জবাব দিয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এ প্রশ্ন দ্বারা উদ্দেশ্য কাফিরদেরকে অপমানিত ও তিরস্কার করা।

টীকা-২৪. যা তিনি 'আহ্‌যাব'-এর যুদ্ধের দিন করেছিলেন; যা 'খন্দকের যুদ্ধ' নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধটা উহুদের যুদ্ধের এক বছর পর সংঘটিত হয়েছিলো, যখন মুসলমানদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সহকারে মদীনা-তৈয়্যবায় অবরোধ করা হয়েছিলো।

টীকা-২৫. ক্বোরাঈশ, বনূ-গাতফান এবং বনূ ক্বোরায়যাহ্‌ ও বনূ নযীর গোত্রীয় ইহুদীগণ,

টীকা-২৬. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণের বাহিনী।

আহযাব্‌-এর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

এ যুদ্ধটা ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। যখন বনূ নযীর গোত্রীয় ইহুদীদেরকে বহিষ্কার করা হলো, তখন তাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা মক্কা মুকার্‌রামায় গিয়ে ক্বোরাঈশদের নিকট পৌঁছলো আর তাদেরকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করলো এবং প্রতিশ্রুতি দিলো, "আমরা তোমাদের সাথে থাকবো যতক্ষণ না মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।" আবূ সুফিয়ান এ তৎপরতার খুব মূল্যায়ন করলেন আর বললেন, "দুনিয়ার মধ্যে আমাদের সে-ই সর্বাধিক প্রিয়, যে মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শত্রুতার মধ্যে আমাদের সঙ্গী হয়।"

সূরা ঃ ৩৩ আহ্‌যাব ৭৫৪ পারা ঃ ২১

وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ۝٧

এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা এবং মার্‌য়াম-তনয় ঈসার নিকট থেকে; এবং আমি তাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি,

لِّيَسْـَٔلَ ٱلصَّٰدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨

৮. যাতে সত্যবাদীদেরকে (২২) তাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন (২৩); এবং তিনি কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

রুকূ' - দুই

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ করো (২৪), যখন তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু সৈন্য এসেছিলো (২৫), তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু ও এমন বাহিনী প্রেরণ করেছি, যা তোমরা দেখোনি (২৬)

মানযিল - ৫

অতঃপর ক্বোরাঈশগণ ঐসব ইহুদীকে বললো, "তোমরা তো প্রথম কিতাবী সম্প্রদায়! বলোতো, আমরা সত্যের উপর আছি, না মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)?" ইহুদীগণ বললো, "তোমরাই সত্যের উপর আছো।" এ'তে ক্বোরাঈশগণ সন্তুষ্ট হলো। এ প্রসঙ্গেই আয়াত–

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ –

(অর্থাৎ হে হাবীব! আপনি কি দেখেন নি ঐ সমস্ত লোককে, দ্বারা কিতাবের কিছু অংশ লাভ করেছে যে, তারা বিশ্বাস করে বোত ও তাগূতে) অবতীর্ণ হয়েছে।

অতঃপর ইহুদীগণ গাতফান, ক্বায়স ও গায়লান ইত্যাদি গোত্রের লোকদের নিকট গেলো। সেখানেও একই তৎপরতা চালালো। তারাও তাদের সমর্থক হয়ে গেলো। এভাবে তারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরাফিরা করলো আর আরবের গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত করে নিলো।

যখন সমস্ত লোক প্রস্তুত হলো, তখন খাযা'আহ্‌ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কাফিরদের এ ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করলো। এ সংবাদ পাওয়া মাত্রই হুযূর (দঃ) হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পরামর্শ মতো, খন্দক খননের কাজ আরম্ভ করালেন। এ খন্দক খননে মুসলমানদের সাথে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেও কাজ করেছিলেন।

মুসলমানগণ খন্দক তৈরী করে যখন অবসরপ্রাপ্ত হলেন তখনই মুশরিকগণ বার হাজার সৈন্যের একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর মদীনা তৈয়্যবাহ্‌ অবরোধ করে নিলো। খন্দকই মুসলমানগণ ও তাদের মধ্যখানে অন্তরায় ছিলো। সেটা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো আর বলতে লাগলো, "এটা এমন এক ব্যবস্থাপনা, যে সম্পর্কে আরবের লোকেরা এখনো পর্যন্ত অবগত ছিলো না।" তখন তারা মুসলমানদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে

ফললো। আর এভাবে অবরোধ ১৫/২৪ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হলো। মুসলমানদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হলো। তাঁরা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সাহায্য করলেন। আর কাফিরদের প্রতি প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করলেন। অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও অন্ধকার রাতে ঐ হাওয়া তাদের তাঁবুসমূহ উপড়ে ফেললো। তাঁবুর রশিগুলো ছিঁড়ে ফেললো। খুঁটিগুলো উপড়ে ফেললো। হাঁড়ি-পাতিলগুলো উল্টিয়ে দিলো। মানুষ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো এবং আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্‌তাদের প্রেরণ করলেন, যাঁরা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলেন। তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে ফিরিশ্‌তাগণ নিজে যুদ্ধ করেন নি।

অতঃপর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামানকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন। তখন সময় ছিলো প্রচণ্ড শীতের। তিনি হাতিয়ার সজ্জিত হয়ে রওনা হলেন। রওনা হবার সময় হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর (হযরত হুযায়ফাহ্) চেহারা ও শরীরের উপর হাত মুবারক বুলিয়ে দিলেন। ফলে, তাঁর উপর ঐ শীতের প্রভাব পড়তে পারেনি। অতঃপর তিনি শত্রুর সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে পড়লেন। সেখানে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিলো। আর পাথরের কণা উড়ে উড়ে লোকদের গায়ে আঘাত করছিলো। তাদের চোখে ধূলিকণা পড়ছিলো। আজব দুঃখের পরিবেশ সেখানে বিরাজ করছিলো!

কাফির বাহিনীর (তদানিন্তন) নেতা আবূ সুফিয়ান বাতাসের এ গতি দেখে উঠে দাঁড়ালেন, আর ক্বোরাঈশদেরকে ডেকে বললেন, "তোমরা গুপ্তচরদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো। প্রত্যেকে যেন আপন আপন পার্শ্ববর্তীকে দেখে নেয়।" এ ঘোষণার পর প্রত্যেকে আপন আপন পার্শ্ববর্তী লোককে দেখতে আরম্ভ করলো। হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে আপন ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তির হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?" সে বললো, "আমি অমুকের পুত্র অমুক।"

এরপর আবূ সুফিয়ান বললেন, "হে ক্বোরাঈশরা! তোমরা এখন আর এখানে অবস্থান করার পর্যায়ে থাকোনি। অশ্ব ও উষ্ট্রগুলো মরে শেষ হয়ে গেছে। বনী ক্বোরায়যা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। আমরা তাদের পক্ষ থেকে সন্দেহজনক সংবাদ পেয়েছি। হাওয়া যে অবস্থা ঘটিয়েছে তা তোমরা দেখছো। সুতরাং এখনি এখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করো। আমি যাত্রা আরম্ভ করলাম।" এ বলে আবূ সুফিয়ান তাঁর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করলেন। অতঃপর গোটা বাহিনীর মধ্যে اَلرَّحِيْلَ اَلرَّحِيْلَ "যাত্রা করো, যাত্রা করো" বলে শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেলো। এ দিকে প্রচণ্ড হাওয়া প্রত্যেক কিছুই উল্টিয়ে নিক্ষেপ করছিলো। কিন্তু এ হাওয়া ঐ বাহিনীর বাইরে ছিলো না। এখন ঐ কাফির বাহিনী পালিয়ে বের হয়ে গেলো। পণ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে যাওয়া তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়লো। এ কারণে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধ-সামগ্রী ফেলেই তারা চলে গিয়েছিলো। (জুমাল)

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ﴿٩﴾

اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا ﴿١٠﴾

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ﴿١١﴾

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন (২৭)।

১০. যখন কাফির তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছে– তোমাদের উপর থেকে ও তোমাদের নিম্ন থেকে (২৮) এবং যখন বিস্ফারিত হয়ে রয়ে গেলো দৃষ্টিসমূহ (২৯), হৃদয় কণ্ঠগুলোর নিকটে এসে পড়লো (৩০) এবং তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে (আশা ও হতাশার) (৩১)।

১১. সেটা এমন স্থান ছিলো, যেখানে মুসলমানদের পরীক্ষা হয়েছে (৩২) এবং ভীষণভাবে নাড়া দেয়া হয়েছে।

১২. এবং যখন বলতে লাগলো মুনাফিক এবং যাদের অন্তরগুলোতে রোগ ছিলো (৩৩),

টীকা-২৭. অর্থাৎ তোমাদের খন্দক খনন করা এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের উপর অটল থাকা।

টীকা-২৮. অর্থাৎ উপত্যকার উঁচু দিক পূর্ব থেকে, আসাদ ও গাত্‌ফান গোত্রদ্বয়ের লোকেরা মালিক ইবনে আওফ নাযারী ও ওয়ায়নাহ্ ইবনে হাসান ফাযারীর নেতৃত্বে এক হাজার লোক একটা দল নিয়ে এবং তাদের সাথে তুলায়হাহ্ ইবনে খোয়াইলেদ আসাদী বনী আসাদের লোকজন নিয়ে এবং হুয়াই ইবনে আখ্‌তাব ইহুদী বনী ক্বোরায়যাহ্‌র দল নিয়ে; আর উপত্যকার নিম্নদিকে পশ্চিম থেকে ক্বোরাঈশ ও কিনানাহ্ গোত্রদ্বয় আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব্-এর নেতৃত্বে।

টীকা-২৯. এবং আতঙ্ক ও ভয়ের কঠোরতার কারণে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো,

টীকা-৩০. ভয় ও অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছিলো

টীকা-৩১. মুনাফিক তো এ-ই ধারণা করতে থাকে যে, মুসলমানদের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। কাফিরদের এতবড় দল সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। পক্ষান্তরে, মুসলমানদের মনে এ আশা ছিলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য আসবে এবং তাঁরা বিজয় লাভ করবেন।

টীকা-৩২. তাঁদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা পরীক্ষার কষ্টি-পাথরের উপর নিয়ে আসা হয়।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ বিশ্বাসের দুর্বলতা,

টীকা-৩৪. এ উক্তিটা মা'তাব ইবনে ক্বোশায়র কাফিরদের সৈন্যবাহিনী দেখে করেছিলো যে, 'মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তো আমাদেরকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয় বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন; অথচ অবস্থা এ যে, আমাদের মধ্যে কারো এতটুকু অবকাশও নেই যে, আমরা আপন বাসস্থান থেকে বের হতে পারি। সুতরাং এ-ই প্রতিশ্রুতি নিছক প্রতারণা মাত্র।' (নাঊযু বিল্লাহ্!)

مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اِلَّا غُرُوْرًا ⑫

'আমাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূল প্রতিশ্রুতি দেননি, কিন্তু প্রতারণারই (৩৪)।'

وَاِذْ قَالَتْ طَّآىِٕفَةٌ مِّنْهُمْ يٰۤاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ⑬

১৩. এবং যখন তাদের মধ্যে একদল লোক বললো (৩৫), 'হে মদীনাবাসীগণ (৩৬)! এখানে তোমাদের অবস্থানের স্থান নেই (৩৭), তোমরা গৃহসমূহে ফিরে চলো; এবং তাদের মধ্যে একদল লোক (৩৮) নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করছিলো এই বলে যে, 'আমাদের ঘর অরক্ষিত;' অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিলো না। তারা তো চাইতো না, কিন্তু পলায়ন করাই।

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُىِٕلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَاۤ اِلَّا يَسِيْرًا ⑭

১৪. এবং যদি তাদের বিরুদ্ধে শত্রু-সৈন্যরা মদীনার বিভিন্ন দিক থেকে প্রবেশ করতো, অতঃপর তাদের নিকট থেকে কুফরই চাইতো, তবে অবশ্যই তাদের দাবী পূরণ করে বসতো (৩৯)। এবং তাতে বিলম্ব করতো না, কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র।

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ⑮

১৫. এবং নিশ্চয় ইতোপূর্বে তারা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না এবং আল্লাহ্র (সাথে কৃত) অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে (৪০)।

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ⑯

১৬. আপনি বলুন! 'কখনো তোমাদের পলায়ন করা উপকারে আসবে না যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন করো (৪১)। এবং তখনও তোমাদেরকে দুনিয়া ভোগ করতে দেয়া হবে না, কিন্তু সামান্য (৪২)।'

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ⑰

১৭. আপনি বলুন, 'সে কে আছে, যে আল্লাহ্র নির্দেশ তোমাদের উপর থেকে সরাতে পারে- যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল চান (৪৩) অথবা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন (৪৪)?' এবং তারা আল্লাহ্কে ব্যতীত অন্য কোন অভিভাবক পাবে না, না কোন সাহায্যকারী।

قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآىِٕلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন তোমাদের মধ্যে তাদেরকে, যারা অন্য লোকদেরকে জিহাদে (অংশগ্রহণে) বাধা দেয় এবং আপন ভাইদেরকে বলে, 'আমাদের দিকে চলে এসো (৪৫)!' এবং

টীকা-৩৫. অর্থাৎ মুনাফিকদের একটা দল

টীকা-৩৬. এ উক্তিটা মুনাফিকদেরই। তারা মদীনা-তৈয়্যবাহকে 'ইয়াসরাব' বলেছে।

মাস্আলাঃ মুসলমানদের জন্য 'ইয়াসরাব' বলা উচিত হবে না।

হাদীস শরীফে মদীনা তৈয়্যবাহকে ইয়াসরাব বলার নিষেধ এসেছে। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনা তৈয়্যবাহকে ইয়াসরাব বলা অপছন্দনীয় ছিলো। কেননা, 'ইয়াসরাব'-এর অর্থ ভালো নয়।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সেনাবাহিনীতে,

টীকা-৩৮. অর্থাৎ বনী হারিসাহ্ ও বনী সাল্মাহ্

টীকা-৩৯. অর্থাৎ ইসলাম থেকে ফিরে যেতো।

টীকা-৪০. অর্থাৎ আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কেন তা পূর্ণ করা হলোনা!

টীকা-৪১. কেননা, যা অদৃষ্টে আছে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

টীকা-৪২. অর্থাৎ যদি সময় নাও এসে থাকে, তবুও পলায়ন করে স্বল্প সংখ্যক দিন, যতদিন বয়স বাকী থাকে, ততদিনই দুনিয়াকে ভোগ করবে। বস্তুতঃ এটা একটা সংক্ষিপ্ত সময়।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাঁর নিকট যদি তোমাদের হত্যা অথবা মৃত্যু অবধারিত থাকে, তবে সেটাকে কেউ দূরীভূত করতে পারবে না।

টীকা-৪৪. নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করে,

টীকা-৪৫. এবং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ত্যাগ করো; তাঁর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করোনা! তাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের নিকট ইহুদীগণ এ বলে খবর প্রেরণ করলো, "তোমরা কেন নিজেদের প্রাণগুলো আবূ সুফিয়ানের হাতে বিনাশ করতে যাচ্ছো? তার সৈন্যরা এবার যদি তোমাদেরকে হাতের নাগালে পায়, তবে তোমাদের থেকে কাউকেও জীবিত ছাড়বে

না। আমরা তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কাবোধ করছি। তোমরা আমাদের ভাই ও প্রতিবেশী। আমাদের নিকট এসে যাও!" এ সংবাদ পেয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল মুনাফিক এবং তার সঙ্গী, যারা মু'মিনদেরকে আবূ সুফিয়ান ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করতে বাধা দিচ্ছিলো। আর এতে তারা খুব চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু যে পরিমাণে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো, মু'মিনদের দৃঢ়তা ও স্থিরতা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে না, কিন্তু অল্প সংখ্যকই (৪৬)।

وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

১৯. তোমাদের সাহায্যের ব্যাপারে কৃপণতা করে; অতঃপর যখন ভয়-ভীতির সময় আসে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন আপনার প্রতি এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন তাদের চোখগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো, যাকে মৃত্যু ছাইয়ে ফেলেছে। অতঃপর যখন ভয়-ভীতির সময় অতিবাহিত হয়ে যায় (৪৭), তখন তারা তোমাদের সমালোচনা করতে থাকে তীক্ষ্ম ভাষায়, গণীমতের মালের লোভে (৪৮)। এসব লোক ঈমানই আনেনি (৪৯), তখন আল্লাহ্ তাদের কার্যাদি নিষ্ফল করেছেন (৫০) এবং এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ।

أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ
يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ
الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً
عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ
اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

২০. তারা মনে করছে যে, কাফিরদের সৈন্য বাহিনী এখনো চলে যায়নি (৫১); এবং যদি বাহিনী দ্বিতীয় বার আসে, তবে তাদের (৫২) কামনা হবে যে, কোন মতে গ্রামগুলোর দিকে বের হয়ে (৫৩) তোমাদের খবরাদি জিজ্ঞাসা করতো (৫৪)! এবং যদি তারা তোমাদের মধ্যে থাকতো তবুও যুদ্ধ করতো না, কিন্তু স্বল্পই (৫৫)।

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ وَإِنْ
يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ۖ
وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا
قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

রুকূ' - তিন

২১. নিশ্চয় তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র অনুসরণই উত্তম (৫৬), তারই জন্য, যে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে খুব স্মরণ করে (৫৭)।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

২২. এবং যখন মুসলমানগণ কাফিরদের বাহিনীকে দেখলো তখন বললো, 'এটাতো তাই, যা আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (৫৮) এবং সত্য বলেছেন

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

টীকা-৪৬. রিয়া এবং লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে।

টীকা-৪৭. এবং নিরাপত্তা ও গণীমতের মাল অর্জিত হয়,

টীকা-৪৮. এবং এ কথা বলে, "আমাদেরকে গণীমতের অংশ বেশী দাও। আমাদেরই কারণে তোমরা বিজয়ী হয়েছো।"

টীকা-৪৯. বাস্তবিকপক্ষে, যদিও তারা মুখে ঈমান প্রকাশ করেছে,

টীকা-৫০. অর্থাৎ যেহেতু তারা বাস্তবিক পক্ষে মু'মিন ছিলো না, সেহেতু তাদের সমস্ত প্রকাশ্য আমল (কর্ম), যেমন- জিহাদ ইত্যাদি, সবই নিষ্ফল করা হয়েছে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ মুনাফিকগণ আপন কাপুরুষতা ও অকৃতকার্যতার কারণে এখনো পর্যন্ত এ কথা মনে করছে যে, ক্বোরাঈশ ও গাত্ফান গোত্রীয় কাফিরগণ এবং ইহুদীগণ প্রমূখ এখনো পর্যন্ত ময়দান ছেড়ে পলায়ন করেনি যদিও বাস্তব অবস্থা এ ছিলো যে, তারা পালিয়ে গেছে।

টীকা-৫২. অর্থাৎ মুনাফিকদের স্বীয় নৈরাশ্য ও অকৃতকার্যতার কারণে এ অভিপ্রায় ও

টীকা-৫৩. মদীনা তৈয়্যবাহ্‌য় যাতায়তকারীদের নিকট

টীকা-৫৪. যে, মুসলমানদের কি পরিণতি হয়েছে, কাফিরদের মুকাবিলায় তাদের কি অবস্থা হলো?

টীকা-৫৫. লোক-দেখানো ও ওযর-আপত্তি পেশ করার জন্য, যাতে এ কথা বলার সুযোগ থাকে যে, "আমরাও তোমাদের সাথে জিহাদে শরীক ছিলাম।"

টীকা-৫৬. তাঁর ভালভাবে অনুসরণ করো, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য করো এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করো না। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতসমূহ অনুসারে চলো। এটাই উত্তম।

টীকা-৫৭. প্রত্যেকটি সুযোগে তাঁকে স্মরণ করো- খুশীতেও, দুঃখেও; অভাবেও স্বাচ্ছন্দ্যেও।

টীকা-৫৮. তা হচ্ছে- "তোমরা কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। আর পূর্ববর্তীদের ন্যায় তোমাদের নিকট বিভিন্ন

আপদ-বিপদ আসবে। শত্রুবাহিনী একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। কিন্তু পরিণামে তোমরাই বিজয়ী হবে। তোমাদেরকেই সাহায্য করা হবে।" যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন- أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم الآية

[অর্থাৎ তোমরা কি এটাই মনে করেছো যে, তোমরা এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তোমাদের নিকট আসবে না (বিপদসমূহ) যেমন এসেছিলো তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিকট?]

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদেরকে এরশাদ ফরমালেন- "পরবর্তী নয় অথবা দশ রাতের মধ্যে তোমাদের প্রতি শত্রু বাহিনী আসবে।" যখন তাঁরা দেখলেন যে, ঐ মেয়াদের মধ্যে শত্রু বাহিনী এসে পড়েছে, তখন বললেন, "এ'তো ঐ প্রতিশ্রুতি, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন।"

اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (৫৯)। আর এটা দ্বারা তাদের বৃদ্ধি পায়নি, কিন্তু ঈমান ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾

২৩. মুসলমানদের মধ্যে কিছু এমন পুরুষ রয়েছে, যারা সত্য প্রমাণিত করেছে যে-ই অঙ্গীকার তারা আল্লাহ্র সাথে করেছিলো (৬০); সুতরাং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপন মান্নত পূর্ণ করেছে (৬১), এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে(৬২)। আর তারা সামান্যটুকুও পরিবর্তিত হয়নি (৬৩);

لِّيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾

২৪. যাতে আল্লাহ্ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যের পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন যদি চান অথবা তাদেরকে তাওবার তৌফিকপ্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

২৫. এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে (৬৪) তাদের অন্তরগুলোর জ্বালা সহকারে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন, এমতাবস্থায় যে, কোন মঙ্গলই তারা পায়নি (৬৫), এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের যুদ্ধের জন্য যথেষ্ট ছিলেন (৬৬); এবং আল্লাহ্ শক্তিমান, সম্মানের অধিকারী।

وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ

২৬. এবং যে সব কিতাবী তাদেরকে সাহায্য করেছিলো (৬৭) তাদেরকে তাদের দূর্গগুলো

টীকা-৫৯. অর্থাৎ তিনি যে সব প্রতিশ্রুতি দেন সবই সত্য, সবই নিশ্চিতভাবে বাস্তবায়িত হবে। আমাদেরকে সাহায্যও করা হবে, আমাদেরকে বিজয়ও দেয়া হবে। মক্কা মুকার্‌রামাহ্, রোম, পারস্যও বিজিত হবে।

টীকা-৬০. হযরত ওসমান গণী, হযরত তাল্হা, হযরত সা'ঈদ ইবনে যায়দ, হযরত হামযাহ্ এবং হযরত মাস্'আব (রাদিয়াল্লাহু আন্হুম) প্রমুখ মান্নত করেছিলেন যে, তাঁরা যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদ করার সুযোগ পাবেন তখন অটল থাকবেন, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যাবেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছেন।

টীকা-৬১. জিহাদে অবিচলিত থাকেন, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। যেমন- হযরত হামযাহ্ ও হযরত মাস্'আব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা।

টীকা-৬২. এবং শাহাদতের জন্য অপেক্ষা করছেন, যেমন হযরত ওসমান ও হযরত তাল্হা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা।

টীকা-৬৩. নিজেদের অঙ্গীকারের উপর তেমনিভাবেই অবিচলিত থাকে; যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরাও, যাঁরা শাহাদতের জন্য অপেক্ষা করে আছেন তাঁরাও। এতে ঐ সব মুনাফিক ও রুগ্ন-হৃদয়সম্পন্ন লোকদের প্রতি ইঙ্গিত ( ) করা হয়েছে যারা আপন অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেনি।

টীকা-৬৪. অর্থাৎ ক্বোরাঈশ ও গাত্ফান ইত্যাদির বাহিনীকে, যাদের কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-৬৫. অকৃতকার্য ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

টীকা-৬৬. শত্রুরা ফিরিশ্তাদের তাক্বীর ও বাতাসের ভয়াবহতার কারণে পালিয়ে গেলো;

টীকা-৬৭. অর্থাৎ বনী ক্বোরায়যা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মুকাবিলায় ক্বোরাঈশ ও গাত্ফান ইত্যাদি সম্মিলিত বাহিনীর সাহায্য করেছিলো।

টীকা-৬৮. এতে **বনী ক্বোরায়যাহ্র বিরুদ্ধে অভিযানের বিবরণ** রয়েছে। ৪র্থ অথবা ৫ম হিজরীর যিলক্বদ মাসের শেষের দিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো। যখন খন্দকের যুদ্ধে রাত্রি বেলায় শত্রুবাহিনী পালিয়ে গেলো, উপরোল্লেখিত আয়াতে যা বিবৃত হয়েছে, ঐ রাতের পর সকালে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা কেরাম মদীনা তৈয়্যবায় তাশরীফ নিয়ে এলেন। অতঃপর হাতিয়ার রেখে দিলেন। ঐ দিন যোহরের সময় যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাথা মুবারক ধৌত করা হচ্ছিলো,তখন জিব্রাঈল আমীন হাযির হলেন এবং তিনি আরয করলেন, "হুযূর (দঃ) হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন। ফিরিশ্‌তাগণ চল্লিশ দিন যাবৎ হাতিয়ার রাখেননি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনী ক্বোরায়যাহ্র দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।"

হুযূর (দঃ) নির্দেশ দিলেন- ঘোষণা দেয়া হোক, "যারা আনুগত্যশীল হয় তারা যেন বনী ক্বোরায়যাহ্য় গিয়েই আসরের নামায সম্পন্ন করে।" হুযূর এ কথা এরশাদ ফরমায়ে রওনা হয়ে গেলেন এবং মুসলমানগণও যাত্রা আরম্ভ করলেন আর একের পর এক হুযূরের খেদমতে গিয়ে পৌঁছতে লাগলেন। এমনকি, কিছু কিছু হযরত এশার নামাযের পরে গিয়ে পৌঁছেন। কিন্তু তাঁরা তখনও আসরের নামায পড়েন নি। কেননা, হুযূর (দঃ) বনূ ক্বোরায়যায় পৌঁছে আসরের নামায আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সে কারণে ঐ দিনে তারা আসরের নামায এশার নামাযের পরেই সম্পন্ন করেছিলেন। আর এ জন্য তাঁদেরকে না আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করেছেন, না রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

থেকে অবতরণে বাধ্য করেছিলেন (৬৮) এবং তাদের অন্তরসমূহে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন; তাদের মধ্য থেকে একদলকে তোমরা হত্যা করছো (৬৯) এবং একদলকে বন্দী (করছো) (৭০)।

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝٢٦

২৭. এবং আমি তোমাদেরকে অধিকারী করেছি তাদের ভূমির, তাদের ঘর-বাড়ির ও তাদের সম্পদের (৭১) এবং ঐ ভূমির, যা তোমরা এখনো পদানত করোনি (৭২)। এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢٧

রুকূ' - চার

২৮. হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! আপনার বিবিগণকে বলে দিন, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও সেটার ভূষণ কামনা করো (৭৩), তবে এসো, আমি তোমাদেরকে সম্পদ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ

ইসলামী-লস্কর পঁচিশ দিন যাবত বনী ক্বোরায়যাহ্কে অবরোধ করে রাখলেন। এতে তারা (বনী ক্বোরায়যাহ্) অপারগ হয়ে গেলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি আমার নির্দেশে দূর্গ থেকে নেমে আসবে?" তারা তাতে অস্বীকৃতি জানালো। অতঃপর হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার কি 'আউস' গোত্রের সরদার 'সা'আদ ইবনে মু'আয্'-এর নির্দেশে নেমে আসবে?" তারা তাতে সম্মতি জানালো। আর সা'আদ ইবনে মু'আযকে তাদের সম্পর্কে নির্দেশ (বিচারের রায়) দেয়ার জন্য নিয়োগ করলেন। হযরত সা'আদ নির্দেশ দিলেন, "পুরুষদেরকে হত্যা করা হোক, আর স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হোক।"

অতঃপর মদীনা শরীফের বাজারে খন্দক খনন করা হলো। আর সেখানে এনে তাদের সবার শিরচ্ছেদ করা হলো। ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে বনী নযীর গোত্রের নেতা হুয়াই ইবনে আখ্তাব এবং বনী ক্বোরায়যাহ্ গোত্রের নেতা কা'আব ইবনে আসাদও ছিলো। এরা ছয়শ বা সাতশ যুবক ছিলো, যাদের শিরচ্ছেদ করে খন্দকের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। (মাদারিক ও জুমাল)

টীকা-৬৯. অর্থাৎ যুদ্ধকারীদেরকে

টীকা-৭০. স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদেরকে।

টীকা-৭১. নগদ টাকা-পয়সা, মাল-সামগ্রী ও গৃহপালিত পশু- সবই মুসলমানদের করায়ত্বে এসেছিলো।

টীকা-৭২. এ 'ভূমি' মানে 'খায়বার', যা ক্বোরায়যাহ্ বিজয়ের পর মুসলমানদের হাতে আসে। অথবা ঐ সমস্ত ভূ-খণ্ড বুঝানো হয়েছে, যেগুলো ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজিত হয়ে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ যদি তোমাদের অধিক সম্পদ ও ভোগ-সামগ্রীর দরকার হয়

শানে নুযূলঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বিবিগণ তাঁর নিকট পার্থিব সামগ্রী চাইলেন এবং দৈনন্দিন ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য দরখাস্ত করলেন। এখানে তো পূর্ণ 'দুনিয়া ত্যাগ' (زُهد) ছিলো। পার্থিব সামগ্রী ও তা পুঞ্জিভূত করে রাখা পছন্দনীয়ই ছিলো

না। এ কারণে, তা হুযূরের পবিত্রতম মনে কষ্টদায়ক (অনুভূত) হলো। আর এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো এবং পবিত্রতম বিবিগণকে ইখতিয়ার দেয়া হলো। তখন হুযূরের নয়জন বিবি ছিলেন। পাঁচজন ক্বোরাঈশী ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ১) হযরত আয়েশা বিনতে আবূ বকর ছিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা, ২) হযরত হাফ্সাহ্ বিনতে ফারূক, ৩) উম্মে হাবীবাহ্ বিনতে আবী সুফিয়ান, ৪) উম্মে সালমাহ্ বিনতে আবী উমাইয়া এবং ৫) সাওদা বিনতে যাম্'আহ্। আর চার জন অক্বোরাঈশী বিবি ছিলেন। তাঁরা হলেনঃ ৬) যয়নাব বিনতে জাহ্শ্ আসাদিয়াহ্, ৭) মায়মূনা বিনতে হারিস হিলালিয়াহ্, ৮) সফিয়্যাহ্ বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাব খায়বারিয়াহ্ এবং ৯) জুয়ায়রিয়াহ্ বিনতে হারিস মুস্তালাক্বিয়াহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুন্না।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হাকে এ আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে ইখতিয়ার দিলেন আর এরশাদ ফরমান- "ত্বরা করো না। আপন মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে যা সিদ্ধান্ত হয় সেই মোতাবেক কাজ করো।" তিনি আরয করলেন, "হুযূরের ব্যাপারে পরামর্শ কিভাবে! আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে এবং পরকালকেই চাই।" অন্যান্য বিবিগণও একই জবাব দিলেন।

মাস্আলাঃ যেই বিবিকে ইখতিয়ার দেয়া হয়, সে যদি স্বীয় স্বামীকেই গ্রহণ করে, তবে তালাক্ব সংঘটিত হয়না; কিন্তু যদি নিজেকেই ইখতিয়ার করে, তবে আমাদের মযহাব অনুযায়ী " طلاق بائن " (চূড়ান্ত তালাক্ব) সংঘটিত হয়।

وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾

দিই (৭৪) এবং সৌজন্যের সাথে ছেড়ে দিই (৭৫)।

وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ও পরকালের ঘর চাও, তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের সৎকর্মপরায়ণা নারীদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

৩০. হে নবীর স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে যে সুস্পষ্ট লজ্জার পরিপন্থী কোন দুঃসাহস দেখায় (৭৬), তবে তার উপর অন্যান্যদের চেয়ে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে (৭৭) এবং এটা আল্লাহ্র জন্য সহজ। ★

টীকা-৭৪. যেই বিবির সাথে বিবাহের পর সহবাস করা হয় কিংবা 'বিশুদ্ধ নির্জনতা' (خلوت صحيحه) হয়, তাকে তালাক্ব দেয়া হলে কিছু মাল-সামগ্রী প্রদান করা মুস্তাহাব। আর সেই সামগ্রী হচ্ছে- তিনটা কাপড়ের সেট। এখানে 'মাল-সামগ্রী' দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।

মাস্আলাঃ যেই বিবির 'মহর' নির্ধারিত না হয়, তাকে যদি সহবাসের পূর্বে তালাক্ব দেয়, তাহলে 'কাপড় সেট' দেয়া ওয়াজিব।

টীকা-৭৫. কোন ক্ষতি ব্যতীত।

টীকা-৭৬. যেমন স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে কোনরূপ সংকোচ করা, তাঁর প্রতি রূঢ় আচরণ করা। কেননা, অশ্লীলতা থেকে আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণের (আঃ) বিবিগণকে পবিত্র রাখেন।

টীকা-৭৭. কেননা, যে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বেশী হয় তাঁর দ্বারা যদি কোন ত্রুটি সম্পন্ন হয়, তবে তাঁর ত্রুটিও অন্যান্যদের ত্রুটি অপেক্ষা অধিক জঘন্য বলে সাব্যস্ত করা হয়।

মাস্আলাঃ এ কারণে আলিমের গুণাহ্ মূর্খের গুণাহ্ অপেক্ষা অধিক মন্দ হয়, একই কারণেই আযাদগণের শাস্তি শরীয়তে ক্রীতদাসদের চেয়ে বেশী নির্দ্ধারিত হয়। আর নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সাল্লামের বিবিগণ সমগ্র জাহানের নারীগণ অপেক্ষা অধিক ফযীলত রাখেন। এ কারণে তাঁদের সামান্য কথাও কঠোর পাকড়াওযোগ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ 'ফাহিশাহ্' শব্দটা যখন معرفه (নির্দিষ্ট) রূপে ব্যবহৃত হয়, তখন তা দ্বারা 'যিনা ও বলাৎকার' (لواطت) উদ্দেশ্য হয়। আর যদি نكره غير موصوفه হয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহলে, তা দ্বারা 'সমস্ত গুণাহ্'ই উদ্দেশ্য হয়। আর যদি نكره موصوفه হয়ে ব্যবহৃত হয়, তবে তা দ্বারা 'স্বামীর অবাধ্যতা ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করা' বুঝানো হয়। এ আয়াতে نكره موصوفه হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণে 'স্বামীর আনুগত্যে ত্রুটি ও রূঢ় ব্যবহার'-এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। (জুমাল ইত্যাদি) ★

★ একবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।